NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বারুইপুরে মহিলা বিএলওকে নিগ্রহ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

বক্সায় গণনার প্রথম দিনেই মিলল বাঘের পায়ের ছাপ ২

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২৬ ৬ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.01.2026, Vol.19, Issue No. 220, 8 Pages, Price 3.00

স্বচ্ছতার ফরমান

এসআইআরে তথ্যে অসঙ্গতি কাদের, তালিকা প্রকাশের নির্দেশ কমিশনকে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় (এসআইআর) তথ্যগত অসঙ্গতির (লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি) তালিকা প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এমনটাই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রকাশ্যে ওই সংক্রান্ত তালিকা টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে। শুনানিতে কারও কাছ থেকে নথি গ্রহণ করা হলে তার রসিদও দিতে হবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে, জানিয়েছে আদালত।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর, ব্লক অফিস এবং ওয়ার্ড অফিসে তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা টাঙাতে হবে কমিশনকে। প্রতিটি ব্লক অফিসে আলাদা কাউন্টার খুলতে হবে। সেখানেই সাধারণ মানুষ নথি জমা দিতে এবং তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি জানাতে পারবেন। এই সমস্ত দপ্তরের শুনানিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নথি জমা নিলে তার জন্য আলাদা রসিদ দিতে হবে ভোটারকে। নথির প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে লিখিত ভাবে। এ ছাড়া, পুরো প্রক্রিয়ায় রাজ্যকে যথাযথ পুলিশ মোতায়েন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ, এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে পর্যাপ্ত কর্মী দিতে হবে। তাঁরা পঞ্চায়েত ভবন এবং ব্লক অফিসে বসে ভোটারদের কথা শুনবেন। প্রত্যেক জেলার জেলাশাসককে এই নির্দেশ কঠোর ভাবে মানতে হবে। কোনও ভোটার চাইলে প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি জমা দিতে পারবেন। সেই প্রতিনিধি হতে পারেন যে কোনও দলের বিএলএ, পরিবারের সদস্য অথবা অন্য কেউ, যাঁকে ভোটার অনুমতি দিয়েছেন। তবে তাঁর কাছে একটি অনুমতিপত্র থাকতে হবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারের স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপ থাকতে হবে।

কমিশন সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে ১.৩৬ কোটি ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদের শুনানির জন্য তলব করা হবে। পরে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৯৪ লক্ষে। সেই তালিকা ধরেই ভোটারদের শুনানির নোটিস পাঠানো হচ্ছে। তৃণমূল-সহ একাধিক রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কোন যুক্তিতে এই ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা প্রকাশ্যে আনার দাবিও তুলেছিলেন তিনি। তৃণমূলের তরফে এই প্রক্রিয়ায় আপত্তি জানিয়ে এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার। সেখানেই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হল। শুনানি চলাকালীন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে বুথ স্তরের এজেন্টদের থাকতে দেওয়ার যে দাবি তৃণমূল তুলেছিল, তা-ও মেনে নিয়েছে আদালত।

সুপ্রিম নির্দেশ

- কারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি-তে আছেন তাঁদের নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে, ব্লক অফিসে এবং শহরে ওয়ার্ড অফিসে প্রকাশ করতে হবে।
- যাঁরা শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন, তাঁদের হয়ে সওয়াল করার জন্য কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এমনকী বিএলএদেরও নিয়োগ করা যেতে পারে। সেই ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করে অথবা টিপ সই দিয়ে চিঠি-সহ অথরাইজ করতে হবে অর্থাৎ অনুমোদন নিয়ে যেতে হবে।
- পঞ্চায়েত অফিস বা ব্লক অফিসে শুনানি হবে। আগে এই নির্দেশ ছিল না। এত কম কেন্দ্রে, কেন এত মানুষের শুনানি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল।
- রাজ্য সরকারকে কমিশনকে পরিকাঠামোগত সহযোগিতা করতে হবে। পঞ্চায়েত ভবন বা ব্লক অফিসে শুনানির জন্য পর্যাপ্ত আধিকারিক দিতে হবে। কমিশনে জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।
- কোনও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যের ডিজিপিকে।

এসএসসি: হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ মামলায় বয়সে ছাড় সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে. বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, 'যোগ্য হলেও যাঁরা ২০১৬ সালের নিয়োগ পরীক্ষায় নির্বাচিত হননি, তাঁদের জন্য বয়সে ছাড়ের কোনও নির্দেশ কখনও দেওয়া হয়নি।'

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগের রায়ে কেবলমাত্র সেই সব প্রার্থীদের বয়সে ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল, 'যাঁরা চাকরিতে ছিলেন কিন্তু প্যানেল বাতিল হওয়ায় কাজ হারিয়েছেন।' অথচ হাইকোর্ট সেই সীমা অতিক্রম করে সুযোগ না পাওয়া যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও বয়সে ছাড়ের নির্দেশ দেয়, যা সুপ্রিম কোর্টের মতে, পূর্ববর্তী নির্দেশের ব্যাখ্যার বাইরে।

শুনানিতে এসএসসির আইনজীবী জানান, একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ, 'খুব শিগগিরই তালিকা প্রকাশ হবে।' আদালত সব পক্ষকে নোটিস জারি করেছে এবং মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চে। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের কড়া বার্তা, 'আদেশের বাইরে গিয়ে কোনও ছাড় নয়।'

২০১৬ সালে রাজ্যে শিক্ষক-অশিক্ষক নিয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে, এই বলে গোটা প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। রাতারাতি চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। বাতিল হওয়া শূন্যপদে নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সেইমতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা গ্রহণ করে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। তবে তা নিয়েও আইনি জটিলতা রয়েছে। যাঁরা যোগ্য অর্থাৎ 'দাগি' নন, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা বয়সের ছাড়ের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, যে চাকরিপ্রার্থীরা ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাননি, তাঁদেরও বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। এনিয়ে আদালতের যুক্তি ছিল, যাঁরা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি এবং 'দাগি'ও নন, তাঁদের কোনও তালিকা নেই। তাই ধরে নিতে হবে নতুন প্রক্রিয়ায় শুধু তালিকায় থাকা 'দাগি'রাই বাদ যাবে। বাকি কেউ 'দাগি' না হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ছাড় পাওয়ার যোগ্য।

এর বিরোধিতায় শীর্ষ আদালতে মামলা হয়। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে শুনানি ছিল সোমবার। সওয়াল-জবাবের সময়ে এসএসসি-র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন। দু-একদিনের মধ্যেই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ হয়ে যাবে। মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী শীর্ষ আদালতকে হাইকোর্টের রায় ও সুপ্রিম কোর্টের পুরনো রায় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চান, কোন যুক্তিতে যোগ্য, বঞ্চিত, ২০১৬ সালের পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়া প্রার্থীরাও বয়সের নিরিখে আদালতের নির্দেশে 'ছাড়' পাওয়ার যোগ্য।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট গ্রহণযোগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় তৃণমূলের। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, শুনানিতে নথি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। বিএলএ-দের হিয়ারিংয়ে প্রবেশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। এ প্রসঙ্গে এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানায়, শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার সময় ভোটাররা চাইলে যে কোনও একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি যদি বিএলএ হন, তাতেও আপত্তির কিছু নেই। অর্থাৎ এবার শুনানিতে থাকার অনুমতি পেলেন বিএলএরা।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি, এই বিষয়েই স্পষ্ট অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতে শুনানির সময় বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রদত্ত অ্যাডমিট কার্ড উপেক্ষা করার কোনও সুযোগ নেই। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মাধ্যমিকের রেজাল্ট কার্ডে জন্মতারিখ নেই, অথচ অ্যাডমিট কার্ডেই সেই তথ্য উল্লেখ থাকে। ফলে কেবল পাশের সার্টিফিকেটে জোর দিলে যাচাই প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বেঞ্চের মন্তব্য, 'বোর্ডের জারি করা অ্যাডমিট কার্ডের একটি আইনি অনুমানমূল্য রয়েছে, তা দিলে গ্রহণ করতেই হবে।' আরও বলা হয়, রাজ্য পর্ষদ ইচ্ছাকৃতভাবেই জন্মতারিখ অ্যাডমিট কার্ডে নথিভুক্ত করে, তাই সেই নথি অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আদালতের এই স্পষ্ট বক্তব্যে নির্বাচন সংক্রান্ত যাচাইয়ে অ্যাডমিট কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটল বলে মনে করছে আইনমহল। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য নির্দিষ্ট ১৩ টি নথির উল্লেখ করেছিল কমিশন। জানা গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল না মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড। কিন্তু এই নথি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, এই যুক্তিতে নাগরিকত্বের জন্যও তা গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে। নানা স্তরে সেই আবেদন উঠেছিল। মনে করা হচ্ছিল, এই নথিটি গ্রাহ্য হবে।

বিনা লড়াইয়েই বিজেপির নবীন সভাপতি নীতিন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন পর্বে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। দলের জাতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন নীতিন নবীন। জাতীয় নির্বাচন আধিকারিক কে. লদণ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মনোনয়ন ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর জাতীয় সভাপতি পদের জন্য 'মাত্র একটিই নাম প্রস্তাবিত হয়েছে'।

সোমবার বিজেপি সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত মনোনয়ন ও প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমাত্র প্রার্থী নীতিন নবিনই রয়েছেন। বিজেপির অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কে লদণ তাঁকে দলীয় সভাপতির পদের জন্য প্রস্তাব করেন। কে লদণ বলেন, ' নাম প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর, সংগঠন পর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আমি ঘোষণা করছি যে বিজেপির জাতীয় সভাপতি পদের জন্য শুধুমাত্র একটি নামই প্রস্তাবিত হয়েছে, সেটি হলো নীতিন নবিন।' তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর প্রস্তাবকদের মধ্যে রয়েছেন।

৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩০টি রাজ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপির জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ৫০ শতাংশের থেকেও বেশি। ১৬ জানুয়ারি নির্বাচনী কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মোট ৩৭ সেট মনোনয়নপত্র নীতিন নবিনের পক্ষে জমা পড়ে। যাচাই-বাছাইয়ের পর দেখা যায়, সবকটি মনোনয়নপত্র নির্ধারিত ফরম্যাটে সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, জানান কে লদণ। এই সিদ্ধান্তকে সংগঠনের ভিতরে ঐক্যের বার্তা হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব', তির অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'ঐতিহাসিক জয়' বলে ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছিল, ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার ছক কষা হয়েছিল।' সেই প্রেক্ষিতেই তৃণমূল কংগ্রেস আদালতের দ্বারস্থ হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিকেই সোমবার মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর এমনই দাবি করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাত-তত্ত্ব উস্কে দিয়ে তৃণমূলের 'সেনাপতি' বলেছেন, 'যারা বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার, ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, তাদের দু'গালে দুটো কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত!'

সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে সভা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। সেখান থেকে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেকের প্রশ্ন, 'কার ক্ষমতা বেশি মোদীজি? দশ কোটি মানুষ, না বিজেপির জমিদার? আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব। তৈরি থাকো।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা যে দাবিগুলি নিয়ে সংসদের ভিতরে, বাইরে, জনসভায় সরব হয়েছিলাম, সেই দাবিকে মান্যতা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বলেছে, শুধু লিস্ট রিলিজই হবে না, গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে তালিকা টাঙাতে হবে। আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম। বিজেপি ভেবেছিল যারা এদের ভোট দেয় না, যারা এদের হারিয়েছে, তাদের জব্দ করবে। সেই কারণে এক কোটি মানুষকে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিত ভাবে মোদী সরকার এবং কমিশন বাদ দিতে চেয়েছিল।'

সভামঞ্চে উঠে প্রথমেই সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ নিয়ে কমিশন এবং বিজেপিকে তোপ দাগেন অভিষেক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বিজেপির এসআইআর-এর খেলা শেষ।' যে ভোটারদের তথ্যগত অসঙ্গতি রয়েছে, সেই তালিকা প্রকাশের দাবি আগে থেকেই তুলে আসছিল তৃণমূল। বারাসাতের সভায় অভিষেক বলেন, 'আজ এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল। দলীয় ভাবে তৃণমূল সেই মামলা ফাইল করেছে।' বিজেপির 'সহযোগী' বলেও তিনি আক্রমণ শানান কমিশনকে। নথিপত্র ঠিক থাকার পরেও গত দুই-আড়াই মাস ধরে গরিব এবং বয়স্কদের নাম ভোটার তালিকা থেকে গায়ের জোরে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন অভিষেক।

জ্ঞানেশ-সাক্ষাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, 'আমাদের দাবি ছিল, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে যে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, সব কিছু ঠিক থাকার পরেও হিয়ারিং নোটিস পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করুন। কমিশন বলেছিল, আমরা তালিকা প্রকাশ করব না। কারণ, তালিকা প্রকাশিত হলে এদের খেলাটা ধরা পড়ে যেত।'

এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রে যাতে তৃণমূলের বুথস্তরের এজেন্ট (বিএলএ-২)-রা থাকতে পারেন, সেই দাবিও তুলেছিল তৃণমূল। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কোনও ভোটার চাইলে প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি জমা দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি বিএলএ-ও সেই প্রতিনিধি হতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারের অনুমতিপত্র থাকতে হবে। শুনানিকেন্দ্রে বিএলএ-দের উপস্থিতি নিয়েও বারাসতের সভা থেকে মন্তব্য করেন অভিষেক। বলেন, 'ওরাল মেনশন চলাকালীন বিচারপতিরাও বলেছেন বিএলএ-২ থাকবেন।'

সন্ত্রাসবাদে মদত নয়, পোলিশ বিদেশমন্ত্রীকে স্পষ্ট বার্তা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: পোল্যান্ডকে সন্ত্রাসবাদে মদত না-দেওয়ার পরামর্শ ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের। সরাসরি পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করে পোল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী র‍্যাডোস্ল সিকোরস্কিকে তাঁর পরামর্শ, তাঁদের উচিত সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া।

সোমবার দিল্লিতে সিকোরস্কির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। সেই বৈঠকের আগে পোল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে বার্তা দেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, সিকোরস্কি এই অঞ্চলের সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের দীর্ঘস্থায়ী হুমকি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত। জয়শঙ্করের কথায়, ''আমি মনে করি সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া উচিত পোল্যান্ডের। আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকে ইন্ধন জোগানো উচিত নয়।''

জয়শঙ্করের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন সিকোরস্কি। সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। পোল্যান্ডে ঘটা বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে জয়শঙ্করকে অবগত করেন সিকোরস্কি। তিনি জানান, ২০২৫ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে পোল্যান্ডে সংযোগ স্থাপনকারী একটি সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে উঠে এসেছে শুল্ক প্রসঙ্গও। জয়শঙ্কর বলেন, 'সাম্প্রতিক অতীতে ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে আমি বার বার আমাদের মতামত জানিয়েছি। এ-ও বলেছি যে, ভারতকে এ ভাবে লক্ষ্যবস্তু করা অন্যায্য এবং অযৌক্তিক। আজ আবারও একই কথা বলছি।' সিকোরস্কি জানান, ভারতের উপর 'আক্রমণ' শুধু শুল্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেটা আরও বিস্তার লাভ করেছে।

'আত্মসমর্পণ করতেই হবে' রাজগঞ্জের বিডিওকে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: দত্তাবাদে স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও খুন মামলায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে তদন্তে নতুন মোড়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, 'আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ বাধ্যতামূলক।' একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের আগাম জামিন খারিজের রায় বহাল রাখল শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ জানায়, আত্মসমর্পণের পরই তিনি জামিনের আবেদন করতে পারবেন। এর আগে নিউটাউনের যাত্রাগাছি থেকে স্বপনের দেহ উদ্ধারের পর পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়। তদন্তে 'মূল অভিযুক্ত' হিসেবে প্রশান্তের নাম উঠে আসে।

বারাসাত আদালতের আগাম জামিনকে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্ট জানায়, 'এত গুরুতর মামলায় এই ছাড় কীভাবে?' আত্মসমর্পণ না করায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও স্বস্তি মেলেনি, এবার নিম্ন আদালতেই হাজিরা দিতে হবে বিডিওকে।

শতদ্রুর জামিন

- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ঘিরে আলোচিত লিওনেল মেসি 'গোট ট্যুর' বিতর্কে অবশেষে স্বস্তি পেলেন অভিযুক্ত আয়োজক শতদ্রু দত্ত। সোমবার বিধাননগর আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তির নির্দেশ দেয়। এই ঘটনায় দায়ের হওয়া দু'টি মামলার মধ্যে প্রথমটিতে একমাত্র গ্রেপ্তার ছিলেন শতদ্রু।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Gautam Chal S/o. Mathor Chandra Chal, Gautam Chal S/o. Mathor Chal ও Goutam Chal S/o. M Ch Chal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Firoj Mondal S/o. Sekh Kamal Ali Mondal R/o. Rajipur, Kananadi, Dhaniakhali, Hooghly-712302, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 52/2015, dt. 09/10/2015, D.O.B. 02/09/2015), এবং আধার কার্ডে আমার পুত্রের ও আমার সঠিক নাম Sk Fardin Mondal S/o. Sekh Firoj Mondal-এর পরিবর্তে Sk. Fardin Mondal S/o. Sk. Firoj Mondal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র ও আমি Sk Fardin Mondal S/o. Sekh Firoj Mondal ও Sk. Fardin Mondal S/o. Sk. Firoj Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Upananda Porel ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Goshta Porel ও G. B. Porel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kashi Durlabh S/o. Kshetra Mohan Durlabh ও Kashi Nath Durlav S/o. K. M. Durlav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Meheraj Ahamed S/o. Firoj Hosen, R/o. Moura, Hanral, Dadpurm Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Secondary SW.B.B.S.E.) Pass Certificate (being no. 005942)-এ আমার পিতার সঠিক নাম Firoj Hosen-এর পরিবর্তে Firoj Hossain লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Firoj Hosen ও Firoj Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০শে জানুয়ারি। ৬ই মাঘ। দ্বিতীয়া তিথি। মঙ্গল বার। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র এবং বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সংশনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শুভ কর্ম--নেই)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩২২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Saifuddin Mallick (old name) S/o. Md Surafuddin Mallick, R/o. Haral Gajirpara, Haral Daspur, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Saifuddin Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Saifuddin Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mohammad Saifuddin Mallick & Md Saifuddin Mallick S/o. Md Surafuddin Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Surafuddin Mallick (old name) S/o. Panchu Mal, R/o. Haral, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Surafuddin Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Surafuddin Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mohammad Surafuddin Mallick & Md Surafuddin Mallick S/o. Panchu Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৭৩৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumendra Nath Ghosh, Soumen Ghosh ও Saumendra Nath Ghosh S/o. Shridam Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Kuhila Begam ও Jasmina Bibi W/o. Khabir Piada সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Javed Akthar S/o. Late Mohid Moinuddin সাং ইসলামপাড়া বাগান শঞ্জনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. KM-B/07766/2010, Dt. 23/09/2008), আমার পুত্রের সঠিক নাম Rehan Akhtar-এর পরিবর্তে Rehan Javed এবং আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sahnaj Javed Akhtar-এর পরিবর্তে Sahnaj Banu লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Rehan Akhtar ও Rehan Javed এবং আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Sahnaj Javed Akhtar ও Sahnaj Banu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Pal S/o. Late Jaygobinda Pal ও Jayanta Kr Pal S/o. Lt. J. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Achintya Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Ghosh ও Ajit Kumar Ghosh সাং সোমড়া, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

১৭/১১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Nurnahar Sekh ও Noornihar Bibi ও আমার স্বামী Ijarul Sekh ও Ijarul Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। গ্রাম দুর্গাপুর পোষ্ট বাঙ্গালঝি চাপড়া নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি সেলিম মন্ডল আমার পিতার আধার, এপিক, প্যান কার্ডে নাম কাসেম মন্ডল আছে। ১৭/১/২৬ জুডিশিয়ালি ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা আবু কাসেম মন্ডল কাসেম মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি মিলন বিশ্বাস স্বামী- ৺গৌরচন্দ্র বিশ্বাস সাং ভালুকা পোষ্ট জোয়ানীয়া ভালুকা থানা- কোতয়ালী জেলা-নদীয়া J.L. 68 ভালুক মৌজায় 1013 নং খতিয়ানে আমার স্বামীর নাম গৌর গোবিন্দ দেবনাথ আছে। ১৫/১/২০২৬ S.D.E.M কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট বলে গৌরচন্দ্র বিশ্বাস ও গৌরগোবিন্দ দেবনাথ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি Sonali Santram W/o- Uttam Santra, D/o- Manoranjan Maji, গ্রাম- চাঁইপাট রামজাঙ্গাল, পোঃ চাঁইপাট, থানা- দাসপুর, জেলা- পঃ মেদিনীপুর। গত ০৫-০১-২৬ তারিখে ঘাটাল ACJM (1st Class) এর নিকট ১৪৯ নং এফিডেভিট মূলে আমি Sonali Santra, W/o- Uttam Santra, Sonali Santara, W/o- Uttam Santara & Rexona Maji, D/o- Manoranjan Maji এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি, APTER ALI (পুরানো নাম), পিতা- KACHHIMUDDIN MISTRI ঠিকানা- মাঝের পাড়া, মুক্তারপুর, ডাকঘর-নিমদা ড়িয়া,থানা- দত্তপুকুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৯৪। আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে APTAR ALI MISTRI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। যেমনটি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ যার হলফনামা নম্বর ৫৭৯১ তাং-ইংরেজী ০৫/০৮/ ২০১৯ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। APTER ALI (পুরানো নাম)ও APTAR ALI MISTRI (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Rishav Chaudhuri**, **S/o Avijit Chaudhuri** residing at A26 Regent Park, P.O. & P.S.-Rahara, Dist.-North 24 Pgs., Kolkata-700118 hereby declare that in my mother's Aadhaar Card (No. 4406507377) her name recorded "**Srimati Chaudhuri**" and in my birth certificate her name recorded "**Sreemati Chaudhuri**". "**Srimati Chaudhuri**" and "**Sreemati Chaudhuri**) is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, dt. On 14.01.2026

NAME CHANGE

I Vikas Singh S/o Late Rambrick Singh @ Late Ramarik Singh @ Late Ram Brick Sinha residing at C/21, Pir Pukur Road, P.O. & P.S. - Bansdroni, Kolkata - 700070, West Bengal, District: South 24 Parganas vide an Affidavit no. 5387 before the 1st class Judicial Magistrate Alipore on 15.01.2026 that Rambrick Singh, Ram Brick Sinha, Rambrick Singh, Ram Barick Singh is one same and identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)প্রলয় সরকার** পিতা ৺পতিত পাবন সরকার, **২)স্বপন কুমার নন্দী** পিতা ৺ফেলুপদ নন্দী, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া স্টেশন রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৮/১২/২০০৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00025/2006 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**ভারতী দাস** স্বামী বিশ্বনাথ দাস, সাকিম ভেজনপুর, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ১০/০৫/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01532/2010 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তোতন সরকার** পিতা শম্ভুনাথ সরকার, সাকিম বামুহা, পারুলিয়া, সূতি, মুর্শিদাবাদ মহাশয়কে ৬.৬০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মণ্ডলাই, ৩৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৯৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১০৫ শতকের মধ্যে ৮৫.৫০ শতক তন্মধ্যে ৬.৬০ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা তোতন সরকার পিতা শম্ভুনাথ সরকার মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-ভারতী দাস (আমমোক্তার)

ক্রয় বিক্রয়

আমরা **শ্রী সুরজিৎ মুন্ডারী,** পিতা- গেদু মুন্ডারী ও শ্রীমতি মাম্পি মুন্ডারী, স্বামী- শ্রী সুরজিৎ মুন্ডারী উভয়ের সাং গাংনাপুর (মধ্যপাড়া), পোঃ ও থানা- গাংনাপুর, জেলা- নদীয়া, আমাদের নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত ২০ নং লালপুর মৌজায় এল.আর. ৪৩১ নং দাগে ০১.৫ শতক এবং এল.আর. ৪২৯ নং দাগে ০১.৩৮ শতক সম্পত্তি, একুনে ০২.৮৮ শতক সম্পত্তি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং এই মর্মে গত ইংরাজী ০৮.০১.২০২৬ তারিখে এই পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাহা কিনিতে আসেন নাই, তাই আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আমার উক্ত জমিটি অন্য সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রয় করিতে চাই। যদি প্রকৃত ক্রেতা আমার উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে রাজী থাকেন তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৯৬৪৭১৪৬৮০২ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

আমি নির্মল টাকী পিতা- ৺কার্তিক টাকী ১০/১/১ মহাদেব ব্যানার্জী লেন, হাওড়ায় থাকতাম বর্তমানে H I T Quarter, Block-A Room no. 15 ইছাপুর রোড, কদমতলা হাওড়া-১ এ থাকি। আমার আধার কার্ডে বয়স ভুল থাকায় গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে আলিপুর (ফাস্ট ক্লাস) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এ এফিডেভিট বলে সর্বত্র জন্ম ২৩.১০.১৯৫৭ করা হল।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী শঙ্কর কুমার সাহা, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ সাহা, ২) শ্রীমতি দেবী সাহা, স্বামী - শ্রী বিমল কুমার সাহা, উভয়ের সাং- কৃষ্ণনগর, শক্তিনগর চিত্তরঞ্জন রোড পো:- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, উক্ত দাতাদ্বয় পক্ষে বিগত ইং ১০/১২/২০০২ তারিখে IV - 174 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) শ্রী গৌতম সাহা, পিতা- মৃতগৌর গোপাল সাহা, ২) শ্রী সত্য দাস, পিতা- শ্রী নিত্য গোপাল দাস, ৩) শ্রীমতি শিখা সাহা, স্বামী- শ্রী প্রদীপ সাহা, সকলের ঠিকানা-শক্তিনগর, জেলা- নদীয়া, উক্ত আমমোক্তারগণ বিগত ইং ১৭/০১/২০১১ তারিখে I- 624/11 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী প্রদীপ সাহা, পিতা- মৃত যোগেশ চন্দ্র সাহা, সাং- আশু রায় রোড, পো:- শক্তিনগর, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা - ৯২ নং কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নং - R.S. ১০৪৭০, সাবেক L.R. ১৪৫৭১, হাল L.R. ২৪৯০৬ দাগ নং - R.S. ৯২৯২, L.R. ১৩৫১০, বর্তমান L.R. ২৪৫৭২, মোট ৫.৭১ ডেসিমেল সম্পত্তি বিক্রীত, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি, **শ্রী নারায়ণ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়**, পিতা - স্বর্গীয় কামাক্ষ্যা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাং - দুর্গাপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, থানা ও পো:- দুর্গাপুর জেলা- বর্ধমান, পক্ষে বিগত ইং ২৭/০৪/২০১২ তারিখে পূর্বস্থলী A.D.S.R. অফিসে IV - 18 নং(কেস নং MN/2026/0231/297+298) আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়**, পিতা-স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়, সাং - সৈদপুর, থানা - পূর্বস্থলী, পো:- দোগাছিয়া, জেলা- বর্ধমান, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ২৩/০৬/২০১৬ তারিখে I- 3608/16 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা **১) শ্রী জগবন্ধু মণ্ডল, ২) শ্রী কৃপাসিন্ধু মন্ডল**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, মৌজা- মুদহার গোলহারি, খতিয়ান নং - L.R. ৩৮৫, দাগ নং - R.S.&L.R. ২৯৫ ও ১০৫৩, মোট ১৪ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্বস্থলী - I B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী শিবানী বোস, স্বামী মৃত অমল বোস, ঠিকানা- ১৮০/এ, এইচ.সি. ব্যানার্জী লেন, কোন্নগর, হুগলী এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার স্বামী মৃত অমল বোস দীং শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. হইতে IV-22 তাং ০৪.০২.০৩ আমমোক্তার দ্বারা ৩কা. ১২ছ. ২৬ ব.ফু. সম্পত্তি ক্রয় করি। যাহার মৌজা-কোন্নগর, জে.এল. নং.-৭, এল.আর. খতিয়ান নং.-১৩৫১, এল.আর. দাগ নং.-৫৮৯৬। আমমোক্তার দাতা- ১। নিশিথ ব্যানার্জী, পিতা- নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সাং- এ-৩/৬, সত্যেন পার্ক, ২য় লেন, ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা, ২। স্বপ্না ব্যানার্জী, স্বামী- দিলীপ ব্যানার্জী, সাং-পি-১৬, গড়িয়াহাট, কোল-২৯, ৩। সঞ্চিতা চক্রবর্তী, পিতা-দেবনাথ চক্রবর্তী, সাং-৭, কেদার দত্ত লেন, বিডন স্ট্রীট, কোলকাতা-৬, ৪। নমিতা গাঙ্গুলী, স্বামী-অমিত গাঙ্গুলী, সাং-৩০১, রামকৃষ্ণ সরনী, বেহালা, কোলকাতা-৬০ এবং আমমোক্তার দাতা কমল মুখার্জী, পিতা-দেবীপ্রসাদ মুখার্জী, ৩৯, এম.এল. গার্ডেন লেন, কোন্নগর, হুগলী। আমি এই সম্পত্তির মিউটেশান (পরচা) করাইব। উক্ত আমমোক্তার সম্বন্ধে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of Dist. Delegate at Berhampore, Murshidabad

<u>মোঃ নং ২২/২৪ মিস সাকসেশন সার্টিফিকেট</u>

দরখাস্তকারী- রিনি দাস

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- রিমি দাস

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, রিনি দাস পিতা- অধুনামৃত রবিন দাস সাং- আশ্রমপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩, তাহার পিতা রবীন দাস মহাশয় যিনি পরলোকগমন করিয়াছেন তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবার জন্য উপরোক্ত মিস সাকসেসন মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। অধুনামৃত রবিন দাস মহাশয়ের ১১০০০০০/- (এগারো লক্ষ) টাকা যাহা Diamond Saving Plan এ TATA AIA Life Insurence Company Durgapur Branch এ গচ্ছিত আছে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে স্বয়ং অথবা কোন আইনজীবী মারফত হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা একতরফা শুনানি হইবে।

অদ্য সন ২০২৫ সালের ১৬/০৫ তারিখে আদালতের স্বাক্ষর ও শিল মোহর যুক্ত দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
Monalisa
সেরেস্তা দার
বহরমপুর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত

শুনানির ডাকেই ক্ষোভ, বারুইপুরে মহিলা বিএলওকে নিগ্রহ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত এসআইআর শুনানিতে ডাকার কারণ জানতে চেয়েই হঠাৎ চড়াও; এমন অভিযোগ ঘিরে উত্তাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর। শঙ্করপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গ গ্রামে কর্তব্যরত মহিলা বুথ লেভেল অফিসার অনুপমা পালের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এক ভোটারকে শুনানিতে হাজির হওয়ার কথা জানাতে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। পরিস্থিতি মুহূর্তে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি তখন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং সরকারি কর্মীর উপর শারীরিক আক্রমণ চালান।

ঘটনার পর বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অনুপমা পাল। অভিযোগ পেতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এর নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত কি না। সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। ভোটার যাচাই ও শুনানির মতো সংবেদনশীল দায়িত্ব পালনে যুক্ত বিএলওদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ই-মেল করলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মে নির্বাচন দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই ই-মেল পাঠানো হয়েছে।

দলীয় সূত্রের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আগামী ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্ব নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই সাক্ষাতের আবেদন করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই আবেদনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সাড়া মেলেনি। তবে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সাক্ষাৎ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

কলকাতার জ্ঞানমঞ্চে ওডিশি নৃত্য গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্ম শতবর্ষে দর্পণী নৃত্য প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বক্সায় গণনার প্রথম দিনেই মিলল বাঘের পায়ের ছাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডুয়ার্স: অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন ২০২৫,২৬ শুরু হতেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীর জঙ্গলে মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের তাজা পায়ের ছাপ। তৃণভোজী প্রাণী গণনা ও মাংসাশী প্রাণীর চিহ্ন সমীক্ষার প্রথম দিনেই এই আবিষ্কার নতুন করে আশার আলো দেখাল বন দপ্তরকে।

সোমবার সকাল থেকে নির্ধারিত ট্রানসেক্ট ধরে সারিবদ্ধভাবে জঙ্গলে নামেন বনকর্মীরা। লক্ষ্য একটাই; বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির প্রামাণ্য চিহ্ন সংগ্রহ। চার বছর অন্তর হওয়া এই সমীক্ষায় বক্সায় চিহ্নিত ৮০টি এলাকায় হেঁটে পায়ের ছাপ, মল ও অন্যান্য চিহ্ন নথিভুক্ত করা হচ্ছে। অংশ নিয়েছেন ২০০-র বেশি বনকর্মী; সব তথ্য তুলে রাখা হচ্ছে 'এম-স্ট্রাইপস ইকোলজি' অ্যাপে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলে বসানো ২৫০টিরও বেশি ক্যামেরা ট্র্যাপও এই গণনার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা যাচ্ছে সমীক্ষার প্রথম দিনেই বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে; এটাই প্রমাণ, বক্সার জঙ্গলে এখনও রাজকীয় বিচরণ রয়েছে।

২৮ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে সিআইএসএফ-এর 'বন্দে মাতরম' সাইক্লোথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সুরক্ষিত তট, সমৃদ্ধ ভারত; এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২৮ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে সিআইএসএফের বন্দে মাতরম কোস্টাল সাইক্লোথন ২০২৬। দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে ভার্চুয়ালি অভিযানের সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই- সিআইএসএফের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সিআইএসএফ-এর আইজি শিখর সহায় জানিয়েছেন, ৬,৫৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ২৫ দিনের যাত্রায় পশ্চিমে গুজরাটের লাখপত কেল্লা ও পূর্বে বকখালি থেকে রওনা হয়ে দুই দল মিলিত হবে কোচিতে। ১৩০ জন সিআইএসএফ কর্মী, যার মধ্যে ৬৫ জন নারী, কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে এই অভিযানে নামছেন। পাঁচ দশক ধরে বন্দর ও উপকূলীয় পরিকাঠামো রক্ষার দায়িত্বে থাকা বাহিনী এবার জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিআইএসএফ-এর ডিআইজি কে. প্রতাপ সিং ও ডিআইজি অজয় কুমার।

হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ছুটবে এ মাসেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রেলযাত্রার অভিজ্ঞতায় বড় বদল আনতে চলেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তত্ত্বাবধানে এ মাসেই চালু হচ্ছে হাওড়া, কামাখ্যা রুটের এই সেমি-হাইস্পিড ট্রেন। রেল সূত্রের বক্তব্য, দূরপাল্লার রাতের সফরে আরাম ও গতির নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে এই ট্রেন।

পড়ুয়াদের পাশে আদি ভবানীপুর সেবা সংঘ, শিক্ষা সামগ্রী পেল ১০০০ ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভবানীপুর: সম্প্রতি এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার প্রায় ১০০০ জন পড়ুয়ার হাতে খাতা, পেন-সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি চিকিৎসক নীলাঞ্জন মিত্র, চেয়ারম্যান তথা পুরপিতা অসীম কুমার বসু এবং উদ্যোক্তা বাপি চৌধুরী। অতিথি হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, ক্রীড়া সংগঠক বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রদীপ মল্লিক। সাহম চক্রবর্তী এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে 'আইআইসিডিইএম ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী বুধবার থেকে শুক্রবার, নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট' বা আইআইসিডিইএম ২০২৬। নির্বাচন কমিশনের অধীন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট এই তিন দিনের সম্মেলনের আয়োজন করছে। এই সম্মেলনে বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ১০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি অংশ নেবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, ভারতে অবস্থিত বিদেশি মিশন, এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে গবেষক ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত থাকবেন। কমিশনের দাবি, গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভারতে এটিই হবে এ ধরনের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

২১ জানুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশি। তিন দিনের কর্মসূচিতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির সাধারণ ও প্লেনারি অধিবেশন, নির্বাচন সংস্থা নেতৃত্বদের বৈঠক, ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং এবং বৈশ্বিক নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে থিম্যাটিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনে মোট ৩৬টি থিম্যাটিক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা। দেশি-বিদেশি শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় গভীর আলোচনা হবে বিভিন্ন নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং নির্বাচন পরিচালনায় নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি নিয়ে। এই আলোচনায় অংশ নেবে চারটি আইআইটি, ছয়টি আইআইএম, বারোটি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইএমসি-সহ দেশের শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সম্মেলনের ফাঁকে নির্বাচন কমিশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন সংস্থার সঙ্গে ৪০টিরও বেশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবে। একই সঙ্গে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করবে ইসিনেট; নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও পরিষেবার জন্য কমিশনের একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। সম্মেলনস্থলে একটি বিশেষ প্রদর্শনীও থাকবে, যেখানে ভারতের নির্বাচন পরিচালনার বিশাল পরিসর ও জটিলতা, পাশাপাশি ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। প্রথম দিন প্রদর্শিত হবে তথ্যচিত্র সিরিজ 'ইন্ডিয়া ডিসাইডস', যেখানে লোকসভা ২০২৪ নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ৬ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার

দেখভালের জন্য নিয়ে আসা আয়ার হাতে নৃশংসভাবে খুন বেহালার সংগীতশিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: পর্ণশ্রীর একটি আবাসনে মধ্যরাতের নীরবতা ছিঁড়ে দিয়েছিল আতঙ্কের আর্তনাদ। ত্বাঁচাও, বাঁচাও; সেই চিৎকার থেমে যেতেই ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হল দূরদর্শনের সংগীতশিল্পী অনিতা ঘোষের নিথর, রক্তাক্ত দেহ। শহরজুড়ে শিউরে ওঠা প্রশ্ন; এমন নৃশংসতা কেন?

ঘটনাটি ঘটে বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকার বেচারাম চ্যাটার্জী স্ট্রিটে। মৃতার নাম অনিতা ঘোষ। বয়স ৬৪ বছর। তিনি সংগীতশিল্পী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। বর্তমানে অনলাইনে ক্লাস করাতেন। স্বামী অরূপ ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই শয্যাশায়ী। বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকার বেচারাম চ্যাটার্জী স্টিটের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। মৃতার ৭২ বছরের স্বামী অরূপ ঘোষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। তাঁকে দেখভালের জন্যই বাড়িতে দিন-রাতের আয়া ও পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। আর সেই আয়ার হাতেই খুন হলেন বৃদ্ধা সংগীত শিল্পী।

পরিবারের দাবি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করে খুন করা হয়েছে। দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন সেই অভিযোগকেই আরও দৃঢ় করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে ডাকাতির ছক কষে সংঘটিত খুন বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডাকাতিতে বাধা পেয়েও খুন হতে পারে বলে সন্দেহ করছে তদন্তকারীরা। প্রতিবেশীরা জানান, ঘটনার ঠিক আগে অনিতা দেবীর ত্বাঁচাও বাঁচাওদ চিৎকার শোনা গিয়েছিল। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও রহস্যজনক হয়ে ওঠে।

ঘটনার পরই নাটকীয় মোড় নেয় তদন্ত। আয়ার হাতে রক্তের দাগ এবং তার ব্যাগে সোনার গয়না ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত আয়া খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবু তদন্তকারীদের প্রশ্ন; এটা কি শুধুই লুঠ, নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরও গভীর কোনও কারণ? সেই উত্তর খুঁজতেই এখন তৎপর লালবাজার।

শিল্প নয়, সিঙ্গুরকে বানানো হয়েছে পরিত্যক্ত জমি, শমীক ভট্টাচার্যের তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গুরকে ব্যর্থ প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পিত অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কেউ কেউ ন্যারেটিভ বানাতে চাইছেন যে সিঙ্গুর ব্যর্থ। কিন্তু সিঙ্গুর ছিল বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র এই ধরনের শিল্পস্বপ্ন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে শমীক বলেন, সূদ সুতোয় বাঁধা শিল্পনীতি ব্যর্থ হলে তার আর কোনও ব্যবহার থাকে না। তাঁর অভিযোগ, অর্থনীতির সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলা হলেও সরকার মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের উপর চাপ যতদিন থাকবে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত শিল্পায়ন হবে না; এমনই দাবি তাঁর। শমীকের তোপ, যাঁরা বলেন সিঙ্গুর ব্যর্থ, তাঁরা কি দেখেন না; ব্যর্থতা কার? তাঁর মতে, সূর্যের আলোয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন, মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল। কৃষিজমির কোনও ফেরত হয়নি, উল্টে জমিকে অনুর্বর

করে তোলা হয়েছে। সিঙ্গুরের শিল্পসম্ভাবনাকে ধ্বংস করে ত্বরাজ্যকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছেদ বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিজিবিএস প্রসঙ্গে শমীক বলেন, নয় বছরের ব্যালান্সশিট দেখুন; আজ তাঁরা কোথায় দাঁড়িয়ে? তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার যাবে, আর সেই সিঙ্গুরের মাটিতেই আবার শিল্প গড়ে উঠবে। শমীকের কণ্ঠে প্রত্যয়, যে আন্তর্জাতিক অটোমোবাইল হাবের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সেটাই বাস্তব হবে।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত দেখিয়ে ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার, অভিযোগ পবন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাধারণত মৃত কিংবা স্থানান্তরিতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ফর্ম-৭ পূরণ করা হয়। সোমবার ছিল ফর্ম-৭ জমা করার শেষ দিন। এদিন বিজেপির প্রতিনিধি দল ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে ফর্ম-৭ জমা দিতে এসেছিলেন। অভিযোগ, ফর্ম-৭ জমা দিতে এসে বাধার মুখে পড়তে হয় বিজেপির প্রতিনিধি দলকে। এই বাধাকে

ঘিরে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উক্ত প্রতিনিধি দলে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে তাপস ঘোষ ও প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, জেলার সম্পাদক যথাক্রমে শান্তনু সরকার ও কুন্দন সিং। কিন্তু প্রশাসনিক ভবনে ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার আধিকারিক না থাকায়, ফর্ম জমা না দিয়েই তাঁদের ফিরতে হয়েছে। ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, ফর্ম-৭ জমা করতে এসে তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ফর্ম জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত দেখানো হচ্ছে। পবনের অভিযোগ, প্রশাসনিক ভবনে ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার লোকই নেই। ওসি ইলেকশন পূজা দেবনাথ ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার করেন। উল্টে উনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজুহাত খাড়া করেন। স্বভাবতই, ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে, তাঁর হদিস চান ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে এই বিষয়ে তাঁরা অভিযোগ জানাবেন। অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, ফর্ম-৭ জমা দিতে এসে তাঁদেরকে পাঁচদিন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বুথ লেভেল অফিসার থেকে শুরু করে সহকারি নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসার এবং নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসার কেউই ফর্ম জমা নিতে চাইছেন না। তিনি জানান, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে বিধানসভা কেন্দ্র পিছু গড়ে দশ হাজার করে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। তা সত্ত্বেও এখন বহু ভোটারের নাম তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। ভুয়ো ভোটারের তালিকা তুলে ধরে তাপস ঘোষ জানান, ব্যারাকপুরে ২১,৩৭৩, নোয়াপাড়ায় ১৩০০৪, জগদ্দলে ৯২৮২, বীজপুরে ৭৩১৫, নৈহাটিতে ১৩৬১০ এবং ভাটপাড়ায় ২৬৭৩৮ জন ভুয়ো ভোটারের নাম জ্বলজ্বল করছে। তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো ভোটার বাতিলের জন্য ফর্ম-৭ জমা দিতে এসে তাঁদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষের অভিযোগ, এদিন প্রশাসনিক ভবনে নৈহাটি বাদে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসার অনুপস্থিত ছিলেন। যদিও নৈহাটি কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন অফিসার জানিয়ে দেন, তিনি পাঁচটির বেশি ফর্ম জমা নেবেন না। তাঁর বক্তব্য, এহেন পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো ছাড়া তাঁদের বিকল্প কোনও উপায় নেই।

উর্ধ্বমুখী মহানগরের পারদ, দাপট বজায় রাখবে কুয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঘের মাঝপথে এসে বাংলার আবহাওয়ায় স্পষ্ট বদলের ইঙ্গিত। সোমবার কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে কনকনে শীতের প্রভাব অনেকটাই কম থাকবে, তবে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশা ঘিরে ধরবে শহর ও গ্রাম; এমনই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিসের বক্তব্য অনুযায়ী, তাপমাত্রা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হলেও দৃশ্যমানতা কমতে পারে কুয়াশার কারণে। সোমবার সকালেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। মহানগরীতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি কম। ফলে গায়ে নয়, রাস্তায় নিত্যযাত্রীদের হাতেই দেখা মিলল শীত পোশাকের।

আজ মঙ্গলবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে প্রায় ২৫ ডিগ্রিতে। দিনের আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে সকালে যান চলাচলে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন বলে মত আবহাওয়াবিদদের।

দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কুয়াশার দাপট তুলনামূলক বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতেও একই ছবি। আবহাওয়া দপ্তরের স্পষ্ট বার্তা, শীত ধীরে ধীরে বিদায় নিলেও কুয়াশা আপাতত পিছু ছাড়ছে না। ফলে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত কমে আসতে পারে। তবে কিছু জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৫০ মিটারেও। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিচারে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম নদিয়ার কল্যাণী (৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। এ ছাড়া, পানাগড়ে তাপমাত্রা নেমেছিল ৯.৮ ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিঙে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কালিম্পঙে পারদ নেমেছিল ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

২২ জানুয়ারি শুরু হবে আন্তর্জাতিক বইমেলা, চলছে তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি। *ছবি: অদিতি সাহা*

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার গভীর রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে। মিন্টো পার্ক সংলগ্ন ওই হাসপাতালে আপাতত চিকিৎসাধীন তিনি। হাসপাতাল সূত্রের দাবি, রক্তচাপ আচমকাই কমে যায় এবং ডায়রিয়ার সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ৭৮ বছরের এই প্রবীণ সাংসদ। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও একই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সৌগত রায়। তখন বাড়িতে পড়ে গিয়ে শারীরিক অসুস্থতা, কথা জড়িয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথার উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ডিমেনশিয়াজনিত সমস্যাও ধরা পড়েছিল। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে পেসমেকার বসানো হয় তাঁর। সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা হয়েছে কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। এর আগেও বেশ কয়েকবার অসুস্থ হতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। গতবছরও শরীরে ভিটামিন বি ওয়ানের ঘাটতি, শিরদাঁড়ার নিচে ব্যথা-সহ একাধিক সমস্যায় ভুগতে হয়েছিল প্রবীণ সাংসদকে। জটিল স্নায়ুরোগ, ফুসফুসের সংক্রমণও দেখা দেয় প্রবীণ সাংসদের। বেশ কিছুদিন ভর্তি থাকার পর সুস্থ হন সৌগতবাবু।

এটিএম কার্ড বদল করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চক্র ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার লালবাজারে এটিএম প্রতারণার এক বিস্ফোরক কাণ্ডের তদন্তে নজিরবিহীন সফলতা দেখাল পুলিশ। ডিডি বিভাগের ওয়াচ সেকশন সূত্রে জানা যায়, নেতাজি নগর থানার মামলা অনুসন্ধানে শুভম মাল (২৯) ও সনৎ নস্কর (৩২) গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশি তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর উদ্ধার হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকজনকে সাহায্যের অজুহাতে এটিএম কার্ড পরিবর্তন করে মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। ঘটনাটি ঘটে বিদ্যাসাগর কলোনির সঞ্জীব দের সঙ্গে, যিনি ২২ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বাঘাযতীন এসজি হাসপাতালের পাশে এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে। লালবাজারের পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে, চক্রে আরও কেউ জড়িত কি না এবং শহরজুড়ে তারা কোথায় কোথায় প্রতারণা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মামলাটি এটিএম প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা হিসেবে ধরা হচ্ছে।

শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই, বেলডাঙা নিয়ে হাইকোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেলডাঙায় টালমাটাল পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন জরুরি; এই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি মিলতেই দায়ের হয় দুটি পৃথক মামলা; একটি বিজেপির তরফে, অন্যটি এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে। মামলা দায়েরের আবেদন শুনে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, মামলা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিজের নিরাপত্তার খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে, হুমায়ুনকে নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় স্পষ্ট নির্দেশ দিল আদালত। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, দু'সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করতে হবে। তবে জেড হোক বা ওয়াই; যে স্তরের নিরাপত্তাই অনুমোদিত হোক না কেন, তার আর্থিক দায়ভার বহন করবেন বিধায়ক নিজেই। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর একের পর এক হুমকি, মসজিদ নির্মাণ ঘিরে চাপ এবং অপ্রতুল পুলিশি নিরাপত্তার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হুমায়ুন কবীর। তাঁর আইনজীবীর দাবি, মাত্র দু'জন পুলিশে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাণরক্ষা সম্ভব নয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রের কাছে আবেদন করাই এখন একমাত্র পথ।

ফের মাঠে নামছে ১০০ দিনের কাজ, ফেব্রুয়ারি থেকেই প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ আইনি টানাপড়েন ও কেন্দ্র-রাজ্যের দফারফা কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় শুরু হতে যাচ্ছে ১০০ দিনের কাজ। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশনায় স্পষ্ট ইঙ্গিত; ফেব্রুয়ারি থেকেই প্রকল্প মাঠে নামতে পারে। প্রতিটি জেলাকে ফেব্রুয়ারি ও মার্চের 'লেবার বাজেট' প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই ব্লক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এক প্রশাসনিক সূত্র জানান, নতুন নির্দেশিকা মেনে প্রকল্প নির্বাচন ও কাজের ধরন নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। আগের মতো সব প্রকল্প আর চলবে না। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের কমিশনারের চিঠিতে ১৬ জানুয়ারি ফের কাজ শুরুর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষিত; ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত পঞ্চায়েত পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে, ২২ জানুয়ারি বিশেষ গ্রামসভায় তা পাশ করাতে হবে। ২৭ জানুয়ারি ব্লক স্তরে অনুমোদনের পর জেলায় পাঠাতে হবে, এবং ৩০ জানুয়ারি জেলার তরফ থেকে রাজ্যে তালিকা পৌঁছে দিতে হবে। ২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য স্তরে নথিভুক্তির শেষ সময়। প্রশাসন সূত্রের ইঙ্গিত, সময়সীমা না মানলে প্রকল্প অনুমোদনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। ব্লক ও জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই তথ্য সংগ্রহে নামিয়েছে, যাতে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাটতি না থাকে।

একটা কাগজও বাদ নয়, এসআইআর হিয়ারিংয়ে নথি প্রস্তুতিতে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর হিয়ারিংকে ঘিরে ভোটারদের জন্য স্পষ্ট ও কড়া নির্দেশিকা সামনে এল। বলা হয়েছে, কাগজপত্রে সামান্য ঘাটতিও চলবে না। নোটিস পাওয়া ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রাপ্ত নোটিসের আসল কপি সঙ্গে রাখতে হবে। একই সঙ্গে জমা দেওয়া এসআইআর ফরমের অরিজিনাল কপি থাকতে হবে সম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন অবস্থায়।

গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার পরিষ্কার কপি ও নাম মার্ক করা সংস্করণ অপরিহার্য। পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের অরিজিনাল ভোটার কার্ড দেখাতে হবে। জন্মস্থান ও পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে জন্ম সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পাসপোর্ট বা স্কুল সার্টিফিকেট; যেকোনও

একটি বা একাধিক গ্রহণযোগ্য নথি সঙ্গে রাখতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, হিয়ারিংয়ে যিনি উপস্থিত থাকবেন, তিনিই সব কাগজে স্বাক্ষর বা টিপসই দেবেন। সব অরিজিনাল ও জেরক্স আলাদা ফাইলে সাজিয়ে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্য কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তার বৈধ আইডি ও ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে বিএলও-র সঙ্গে

ফর্ম ৭ নিয়ে সিইও দপ্তরে বিজেপি প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে ত্রিস্তরীয় প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে চিঠি জমা দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তাপস রায়। দলীয় সূত্রে জানা যায়, তারা বিশেষ তীব্র পুনঃসংস্করণ (এসআইআর) চলাকালীন ভোটারদের ফর্ম ৭ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অপ্রত্যাশিত ও গুরুতর পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটারদের কোনও সংখ্যা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ফর্ম ৭ জমা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী কর্মকর্তারা তা মানছেন না। তাঁরা অফিস ত্যাগ করছেন, প্রশাসনিক ব্যস্ততার আড়ালে ফর্ম গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন, অথবা সরাসরি ফর্ম গ্রহণে অস্বীকার করছেন।

এতে জোর দেওয়া হয়েছে, কমিশনের নির্দেশনা যথাযথভাবে কার্যকর করতে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। পাশাপাশি ফর্ম জমার সময়সীমা অন্তত এক সপ্তাহ বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে,

যাতে ভোটাররা বাধাহীনভাবে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। তাপস রায় সাংবাদিকদের জানান, ফর্ম ৭ জমার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির মানে হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভাঙন। এই পরিস্থিতি অবিলম্বে শূন্যে আনা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত জঙ্গলরাজ চলছে। কল্যাণী, আসানসোল, হুগলি-সহ বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। কোথাও ঘেরাও, কোথাও শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠছে। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে ফর্ম-৭ জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও ৭-১০ দিন বাড়ানো হোক।

বিজেপি দলের দাবি, নির্বাচনী আধিকারিকদের অবহেলা ভোটার অধিকার ও নির্বাচনের স্বচ্ছতায় সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

সম্পাদকীয়

ভোটের আগে কপাল খুলবে, বকেয়া ডিএ নিয়ে আশায় সরকারি কর্মীরা

ক্যালেন্ডারে ২০২৬ চলে এল। জানুয়ারি মাসের অর্ধেক কেটেও গেল। কিন্তু হতভাগ্য রাজ্য সরকারি কর্মীরা আজও তাঁদের বকেয়া ডিএ পেলেন না। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা মামলার রায় নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্চা করেনি। সরকারি কর্মীদের আশা জানুয়ারি মাসেই হয়তো রায় ঘোষণা হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সেখানেও কোনও আপডেট নেই। এই অবস্থায় সরকারি কর্মীদের একমাত্র আশা রাজ্য সরকার ভোটের আগেই তাদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেবে। যদিও নবান্ন এখনও এ নিয়ে একটা শব্দও খরচ করেনি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের নজরে এখন শুধুই নির্বাচন। তার আগেই অন্তর্বর্তী বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবে রাজ্য। সেখানে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র কথা থাকতে পারে বলে আশায় সরকসরি কর্মীরা অতীতে একাধিকবার দেখা গিয়েছে ভোটের আবহে সরকারি কর্মী থেকে শুরু করে অনেকেরই কপাল খুলেছে। এবারও তেমন কিছু হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। রাজ্যের সরকারি কর্মীরা শেষবার ডিএ পেয়েছিলেন ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল। গতবার বাজেটেই শেষবার ডিএ বৃদ্ধি করেছিল সরকার। সেবার ৪ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ডিএ বা রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন নিয়ে হালকা করে।একটি ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সরকারি কর্মীদের বিষয়টি সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করছে। তাতেই সরকারি কর্মীদের আশা বাড়ছে ভোটের আগে ডিএ নিয়ে।রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। কিন্তু তার পরে এখনও পর্যন্ত রায় ঘোষণা করেনি দেশের শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারি কর্মীদের আশা বিধানসভা নির্বাচনে আগেই ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ অপেক্ষারও অবসান ঘটবে।

শব্দছক ৪৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. চিৎকার চেঁচামিছি ৩. আলোচিত ৫. দেবরাজ ৬. অব্যবহৃত নতুন ৯. দন্ডজোড়া অনেক কলার সমাবেশ ১০. কিংশুক ১১. পেন-এর বঙ্গার্থ ১৩. চামড়া ১৪. কোন দেশেতে ... ১৮. বায়স ১৯. নয়নাভিরাম ২০. ধীরে ধীরে চুঁইয়ে পড়া

ওপর-নিচ: ১. উৎকট ২. তার্পিন তেল প্রস্তুতের পর তার গাদ ৩. চাঁদ ৪. সুন্দরী রমণী ৫. পৃথিবী ৬. সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ৭. নরম বা মোলায়েম ৮. যাতায়াত ৯. কাঁখাল ১১. কামার ১২. মনের সায় ১৫. রক্ত ১৬. নক্ষত্র ১৭. আট-এ অষ্ট...

সমাধান ৪৭ — পাশাপাশি: ১. প্রয়োজন ৩. থাবা ৫. কথা ৬. গজ ৮. মিতা ১০. নকল ১২. রসাতল ১৪. জোর ১৫. কিব্য ১৬. দয়ামতি ১৮. প্রণয়ি ১৯. হর ২০. তাক ২২. রক্ষা ২৩. ননী ২৪. লালায়িত

ওপর-নিচ : ১. প্রথা ২. নগ ৪. বাদল ৫. কবর ৭. জনজোয়ার ৮. মিতব্যয়িতা ৯. তাল ১১. করম ১৩. সাকিন ১৩. সাকিন ১৬. দহ ১৭. তিতিক্ষা ১৮. প্রধান ২১. কলা ২২. রত

আজকের দিন

- **১২৬৫ —** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।
- **১৭৫৭ —** নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা হুগলি আক্রমণ করেন।
- **১৮১৭ —** কলকাতায় হিন্দু কলেজ চালু হয়। পরে এর নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ।
- **১৮৪১ —** হংকং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতাধীন হয়।

জন্মদিন

অজিত ডোভাল

১৮৭১ *শিল্পপতি রতনজি টাটার জন্মদিন।*

১৯৪৫ *নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা অজিত ডোভালের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নাদিরা বব্বরের জন্মদিন।*

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উচ্ছেদের গল্প জীবন্ত ইতিহাসকে ধারণ করে আছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা গল্পে নানাভাবে উচ্ছেদের কথা এসেছে ঠিকই, কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 'উচ্ছেদের গল্প' শিরোনামে ছোটগল্পের নতুন অভিধা প্রকট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে গল্পগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনের প্রতি জমিদারের 'এ জমি লইব কিনে'-এর কণ্ঠস্বর ব্যঞ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে তেভাগার 'ছোট বকুলপুর'-এর অস্থির বিপন্ন পরিসরও সেখানে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। আসলে জোর করে জমি অধিগ্রহণের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধে আক্রান্ত ছিন্নমূল জনমানসে উচ্ছেদের অস্তিত্ব-সংকট ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করার পরিচয়ে গল্পগুলি লেখা হলেও তার আবেদনে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সংযোগ প্রকট হয়ে ওঠেনি। গল্পসুলভ পরোক্ষ বার্তাই সেখানে উঠে এসেছে। ২০০৭-এর ১৪ মার্চের নারকীয় তাণ্ডবের পর সেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় তার বাঘনখ বেরিয়ে পড়ে। তখন তা শুধু উচ্ছেদের গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকে না, মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প হয়ে ওঠে। গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ সম্প্রচারের দৌলতে নন্দীগ্রামের বীভৎস নারকীয় ঘটনার ছবি জনমানসে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ায় তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং সংবেদী সৃজনশীল ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। সেক্ষেত্রে দূরদর্শনের প্রত্যক্ষতায় জনগণের মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তনের ছবিটি সেখানে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। স্বনামী গল্পকারদের মঞ্চে আবির্ভাব ছিল সময়ের অপেক্ষা। সেইসঙ্গে বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে তার প্রকাশ প্রত্যাশিত মনে হয়। ১৪ মার্চের ঘটনার প্রেক্ষিতে এরূপ একটি গল্প জয়ন্ত দে'র 'নির্বাণ'। সেটি ২৫ মার্চ 'বর্তমান'-এর রবিবার-এ প্রকাশিত হয়। দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচার দেখে একটি বামপন্থায় আদর্শনিষ্ঠ সক্রিয় রাজনৈতিক পরিবারের মূল্যবোধের সংকটের ছবি কথা বলে ওঠে। নৃশংস ঘটনায় ক্রমে ১৪ জনের মৃত্যুতে সেই পরিবারের দীর্ঘলালিত আদর্শের প্রাচীর ভাঙার সশব্দ প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে। সরাসরি নন্দীগ্রামের কথা উঠে এসেছে গল্পে। কলকাতার নগরজীবনেও তার সংযোগ অতীব সক্রিয়। সেই অস্থিরতা গল্পকথকের কথায় 'নন্দীগ্রামে গুলি চলছে। মানুষ মরেছে। সারা কলকাতা শহরে অবরোধ বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং।' বৃদ্ধ দাদুর প্রস্রাব না হওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে স্কুলশিক্ষিকা মাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস থেকে ছুটে আসা গল্পকথকের ডাক্তার দেখানোর তৎপরতার মধ্যে নন্দীগ্রামের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জনমানসের সংযোগকে নিবিড় করে তুলেছেন গল্পকার। শুধু তাই নয়, সেই হত্যালীলায় দাদুর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সি পি আই (এম) পার্টিকর্মী মায়ের হতচকিত হওয়ার ছবিটিও স্পষ্ট। বাড়ির কাজের মাসির ছেলের প্রস্রাব করানোর প্রসঙ্গে বৌমার গর্জনকে উপেক্ষা করে দাদুর সমর্থনে তাঁর যন্ত্রণায় ঘৃণাবোধ তীব্রতা লাভ করে। 'পেচ্ছাপ কর। কর তুই পেচ্ছাপ কর। সারাদিন ধরে আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের মুখে পেচ্ছাপ করতে---আমি পারিনি---আমার হয়ে তুই কর।' শুধু সেখানেই শেষ নয়। তাঁকে তাঁর ছেলে যিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী তরুণ কর্মী ছিলেন সেই বাবলুর পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরত করতে চেয়েও গল্পকথকের মা ব্যর্থ হন। দাদু আরও তেতে উঠে বলেন 'বাবলু আমাকে ক্ষমা কর বাবা। শালাদের আমি পেচ্ছাপ করতে পারিনি---শালাদের মুখে আমি গু তুলে দেব।' অন্যদিকে মায়ের চাপাকান্নার কথাও গল্পকথক জানিয়ে দেন। নন্দীগ্রামের বিধ্বংসী আক্রমণে চিরায়ত মূল্যবোধের আঘাত কত তীব্র ছিল, তা গল্পটির মধ্যে স্ববাকমূর্তি লাভ করেছে। শেষে গল্পকথাকের মানসানুভূতিও সেই প্রতিক্রিয়ারই সারাৎসার, 'দাদুর গলার হাহাকারে আমার পৃথিবী কাঁপছে।' সেদিক থেকে জয়ন্ত দে'র 'নির্বাণ' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের সময়চিহ্নিত অনির্বাণ প্রকৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

আসলে নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চের হত্যালীলার তীব্র আঘাত জনমানসে শাসকবিরোধী অবস্থানে যেমন অস্তিত্ব-সংকটের পরাকাষ্ঠায় নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই গণপ্রতিরোধী চেতনায় তা বিরল দৃষ্টান্তের মিথে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য সেই হত্যালীলায় নন্দীগ্রামের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি সক্রিয় রেখেছে তার অনেক পরেও। নলিনী বেরার 'চুপ, এক মিনিট নীরবতা চলছে' ('কথাসাহিত্য', শারদ ১৪২০) গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঘটনার বছর সাতেক পরে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। হরিদ্বারে পুণ্যার্থী হিসাবে আসা নন্দীগ্রামের মেয়েটি সারা ভারত থেকে আগন্তুক মানুষের ভীড়ের মধ্যে সমাদর লাভ করে। 'দাদা-বৌদির হোটেল'-এ সেই মেয়েটির আগমন আকস্মিকভাবে আবির্ভাব হয়ে ওঠে। খাবার বেঞ্চিতে তার অগ্রাধিকার লাভের কথায় সকলের সম্মতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে ''না, না, 'নন্দীগ্রাম' আগে। ফাস্ট প্রায়োরিটি! আসুন 'নন্দীগ্রামের মেয়ে।'আসুন। আসুন। আপনারাই আগে বসুন।' তিন বছর ঘরছাড়া মেয়েটি খেতে বসে কীভাবে বছরদেড়-দুই আশ্রয় শিবিরে লপসি খেয়ে বেঁচে থাকার পর বাগনানে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে দুঃখের জীবন অতিবাহিত করেছে, তার পরিচয়ের পাশাপাশি উৎসুক শ্রোতাদের নন্দীগ্রামের সঙ্গিন অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। গুলির লড়াই তখনও থামেনি। রক্তের দাগ তখনও সতেজ। সেই 'নন্দীগ্রামের মেয়েটি'র আসল নাম ঝুমা। সে নিজেও গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার সেই স্মারক দেখার উদগ্রীব পরিসরে গল্পকার গল্পের উপসংহারে পৌঁছে গিয়েছেন 'নন্দীগ্রামের মেয়ে' খেতে খেতে একটাও কথা না বলে বাঁ হাত দিয়ে মুহূর্তে শাড়ি-ব্লাউজ সরিয়ে উন্মুক্ত করে দিল পিঠ। ডান হাতের ওঠা-পড়া আর নেই, থেমে গিয়েছে হাপুস-হুপুসও। 'দাদা-বৌদি হোটেল' এখন যেন এক মিনিটের নীরবতা পালন করছে।' নন্দীগ্রামের মতো ক্ষুদ্র জনপদ তার আন্দোলনের তীব্রতায় যে কত দ্রুততায় সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তা গল্পটির মধ্যেই সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। জীবন-জীবিকার জন্য যে অসম লড়াইয়ের রক্তাক্ত পথে ক্ষুদ্র জনপদটির বিস্তার কীভাবে জনমানসে একাত্মতা বয়ে এনেছিল যা গল্পের বিস্তৃত পরিসরে ব্যক্ত, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বরং সময়ের অভিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অত্যাচারের নারকীয় তাণ্ডব শুধু হত্যালীলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পৈশাচিক প্রকৃতিতেও তার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাশবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিশোধ মানসিকতার সক্রিয়তাও প্রথমাবধি সচল ছিল। সিঙ্গুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে ২০০৬-এর ১৮ ডিসেম্বর কিশোরী তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও হত্যার বীভৎসতা শিহরিত সংবেদী জনমানসে স্থায়ী ছাপ ফেলে দেয়। অন্যদিকে ২০০৭-এর ১৪ মার্চের নন্দীগ্রামের রক্তাক্ত পরিসরে শুধু বলপ্রয়োগই হয়নি, বলাৎকারের সক্রিয়তাও বর্তমান। সেখানে শ্রীমতী রাধারানী আড়ির মতো ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধী সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবশ্য তাঁকে তাপসীর মতো আগুনে পুড়ে মরতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু বেঁচে থেকে বাঁচার লজ্জা মৃত্যুরও অধিক মনে হয়। রাধারানীর সেই সংগ্রামী ভূমিকা অবশ্য জনমানসে অহঙ্কারের উৎস হয়ে ওঠে। মীনাক্ষী সেনের 'অবতার' ('বর্তিকা উৎসব-সংখ্যা', আষাঢ়-ভাদ্র, ১৪১৪) গল্পে সেই রাধারানী স্বনামেই কল্পজগতের আমজনতার দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন।

বসুমতীর সঙ্গে নারীর প্রতিতুলনার অবকাশ বর্তমান। সেখানে কৃষিজীবী মানুষের কৃষিজমির আত্মিক যোগ শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেই বিজড়িত নয়, নিরাপত্তার সঙ্গেও অন্বিত। মা বসুমতীর অপার করুণায় সেই নিরাপত্তার বেষ্টনী সুদৃঢ় ও সুদুরপ্রসারী। সেই নিরাপত্তার অভাববোধে পারিবারিক ভিতটাই যখন নড়ে ওঠে, তখন তার সঙ্গে ঘরের নারীও তার প্রতিরোধে-প্রতিবাদে বাইরে বেরিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, তাতে তার সহায়তাবোধের মাত্রায় একটু বেশি সক্রিয়তা স্বাভাবিকতা লাভ করে। এতে পুরুষশাসিত সমাজে প্রতিশোধের রোষানলে নারীসমাজের এই অতি সত্রিয়তাকে সুনজরে না দেখাই দস্তুর। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সমাহার যেমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তেমনই সেই আন্দোলনকে দমন করার মানসে অতি সক্রিয়তার প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় ধর্ষণের সর্বস্বান্ত প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। তাপসী মালিক থেকে রাধারানী আড়ি সর্বত্রই সেই নারীশক্তিকে প্রতিহত করে দমনের উগ্র মানসিকতায় আদিমতার পথটি প্রকট মনে হয়। অন্যদিকে নারীদের প্রতি এই নৃশংস পাশবিক পীড়নই সংবেদী চিত্তে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাপসী মালিকের ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি সেদিক থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনকে শুধু অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়নি, সে নিজেই নারীর অপরাজিতা শক্তির আলোয় উল্লসিত মানসীপ্রতিমায় অভিষিক্ত হয়েছে। মধুময় পালের 'সেই মেয়েটা জ্বলছে'র মধ্যে তার পরিচয় বর্তমান। তাপসীর মৃত্যুর কয়েকদিনের। পরেই গল্পটি লেখা। 'জলার্ক' পত্রিকার কলকাতা বইমেলা ২০০৭ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। সেখানে মেয়েটির নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সে যে তাপসী, তা সহজেই অনুমেয়। সে হয়ে উঠেছে অসংখ্য নারীর অগ্রদূত। গল্পে বিপ্লা বাচ্চুদাকে জানায় 'আমি দেখতে পাচ্ছি---আগুন থেকে উঠে আসছে আরও মেয়ে। তারা সাংঘাতিক। যুদ্ধের জন্য জন্মেছে।' তাপসীও গল্পের আধারে অসংখ্য মূর্তি ধারণ করে। কখনও সরাসরি, কখনও ব্যঞ্জনায়। নন্দীগ্রামের ভয়াবহ হত্যালীলার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জমি অধিগ্রহণের সরকারি উদ্যোগ স্থগিত হওয়ায় সেই আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গুরের আন্দোলন শুধু গতি লাভ করে না, নতুন করে জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে সিঙ্গুরের আন্দোলনে তাপসী মালিকের মানসীপ্রতিমা সংবেদী মানসলোকে নানাভাবে প্রাণিত হতের থাকে। তৃপ্তি সান্ত্রার 'ছাতিয়ান তলার দিকে' (বারোমাস', শারদীয়া ২০০৭) ভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা গল্পটিতে তাপসীর কায়া ছায়া হয়ে উঠেছে। আবার অচিন রায়ের 'ধরিত্রী' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', শারদীয়া ১৪১৪) গল্পে সিঙ্গুরের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা হলেও সরাসরি তাপসীর নাম ব্যবহৃত না হলেও তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে তার বছরদুয়েক পরে লেখা গল্পেও তাপসীর প্রকট উপস্থিতি লক্ষণীয়। তন্বী হালদারের 'মানসী'তে ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) তাপসী মালিকের মানসীপ্রতিমা বড়ই উজ্জ্বল। মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে বিদেহী আত্মার স্মৃতিচারণ মর্মবিদারী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অনেক অখ্যাত গল্পকারের লেখাতেও তাপসীর নিবিড় হাতছানি ফিরে ফিরে এসেছে। জয়ন্ত পাঠকের 'মাঝনদী' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরির 'এবং দাবানল হয়ে উঠছে' (উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পের তাপসীর কথা সরাসরি এসেছে। অসংখ্য গল্পে তাপসী মালিকের কথা যেভাবে উঠে এসেছে, তাতে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছে সে। পূর্বের কৃষিজীবী মানুষের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পগুলিতে এভাবে একজন মেয়ের কথা উঠে আসেনি। সেদিক থেকে সময়চিহ্নিত গল্পের ক্ষেত্রে সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিস্তার লাভ না করলেও তার সুতীব্র গভীরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছে। তার প্রতিরোধ প্রকৃতিতে যে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছিল, তা শুধু ঐতিহাসিকই নয়, গণআন্দোলনের নতুন দিগন্তও বটে। সেই প্রতিরোধের ঢেউ সিঙ্গুরের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। সেদিক থেকে একেঅপরের পারস্পারিক প্রভাব সময়ান্তরে সমন্বয়িক চেতনায় একাত্ম হয়ে ওঠে। গল্পগুলিতেও তার পরিচয় বর্তমান। নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে আঘাত এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করেও স্বাভাবিকতায় ফেরা দুরূহ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে তার আলোয় ফেরানোর সরকারি উদ্যোগ জনমানসের ক্ষেত্রে কতটা বৈষম্যপীড়িত তা গল্পকারদের সংবেদনশীল চেতনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ বসুর 'সূর্যোদয়ের আগে' (উবুশ, মার্চ ২০০৯) ও তৃষিত বর্মণের 'অলীক সূর্যোদয়' ('উবুদশ', নভেম্বর ২০০৯) গল্পদুটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমটিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় 'উন্নয়ন চাই, চাই কাজ'-এর উচ্ছ্বসিত ভাষণের পরিসরে গল্পকার দেখিয়েছেন একদিকে পুলিশ চোখে এক ধর্ষিত নারীর পচাগলা মৃতদেহ আবিষ্কার করে, অন্যদিকে বউয়ের খোঁজে গোকুল এলাকায় ঢুকতে পারে না। এরূপ মর্মান্তিক পরিসরে সূর্যোদয়ের সদিচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই অলীক হয়ে ওঠে। তৃষিত বর্মণ তার ছবিই তুলে ধরেছেন। টিভিতে মন্ত্রীর গর্বিত বক্তব্য 'নন্দীগ্রামে এখন শান্তির বাতাবরণ। আজ নতুন ক'রে সেখানে সূর্যোদয় ঘটেছে।' অন্যদিকে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে 'গতকাল-প্রাণভয়ে-গ্রাম-ছেড়ে-পালিয়ে-যাওয়া' আপনজনেদের হারিয়ে নির্জন শ্মশানভূমিতে প্রেতেনীসদৃশ এক বৃদ্ধার 'বুকফাটা হাহাকার'। সেখানে মন্ত্রীর সূর্যোদয়'-এ সূর্যগ্রহণ মনে হওয়াই দস্তুর। গল্পে প্রসাদের মা মন্ত্রীর মিথ্যে ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর গালে চপেটাঘাত করেন। এতে প্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 'নন্দীগ্রামের মাটির প্রতি অশেষ ঋণী তার মা, বাহাত্তর বছরের কল্যাণীর থাপ্পড়টা টিভির কাচে নয়---যথার্থ জায়গাতে গিয়ে পড়েছে।' আসলে 'যথার্থ জায়গাতে' পৌঁছানো এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংবেদী লেখকচিত্তের সক্রিয় ভূমিকাই প্রত্যাশিত। সেখানে নন্দীগ্রামের আগ্রাসী প্রয়াসের ভয়ার্ত ক্ষত নিরাময়ের সরকারি উদ্যোগের মধ্যেই রয়েছে তার অনিবার্য মানবিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে শাসক ও শাসকদল বিরোধী চেতনায় নন্দীগ্রামের প্রতিরোধী আন্দোলনের তীব্র আঘাতে সিঙ্গুরের কৃষি বনাম শিল্পের সক্রিয় দ্বৈরথের চাকা আরও গতি লাভ করে। সেই চাকার আবর্তে ধারাবাহিক ঘটনাক্রমের প্রতি গল্পকারের সজাগ দৃষ্টি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিঙ্গুরের আন্দোলনই তখনই অভিমুখ হয়ে ওঠে।

আসলে সিঙ্গুরের আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী লাভ করায় তার ঘটনাক্রম নানাভাবে নেতিবাচকতায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে গল্পগুলিতে আন্দোলনের ধারাবিবরণী থেকে কৃষি বনাম শিল্পের প্রতিতুলনার অবকাশে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক জমিদাতা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে জমি বিক্রি নিয়ে সুবিধাবাদী দালালচক্রের সক্রিয়তা, শিল্পায়নে চাকরির নামে প্রতারণা বা দেহব্যবসার চাকরি লাভ বা জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া বা আত্মহত্যায় সামিল হওয়া, জমি বিক্রি করে নিজের জমিতেই ভাগচাষি হয়ে ওঠা থেকে সিমেন্ট-বালি আচ্ছাদিত জমি ফেরতের সংকট, কুটিরশিল্পে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া প্রভৃতি বিষয় আবর্তিত হয়েছে। সর্বত্রই শিল্পায়নে কৃষিজীবী মানুষের আত্মসংকটকে নিবিড় করে তোলার প্রয়াস। নিরাপত্তার অভাববোধে অজানা আশঙ্কার পথ বেয়ে সেসব গল্পকারের তৃতীয় নেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নিমাই ঘোষের 'লাশকাটা ঘরে' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), গোবর্ধন অধিকারীর 'সিঙ্গুর' ('এবং পরিচয়', শারদ সংখ্যা ১৪১৯) সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'এবং তৃতীয় বার' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), সুব্রত নিরোগীর 'জলকন্যা' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', শারদীয়া ১৪১৪), উৎপল ঝা'র 'বিষফোঁড়া' ('আলো', পূজা সংখ্যা ২০০৭), দীপঙ্কর দাসের 'চাকরি' ('বর্তমান', ৮ এপ্রিল ২০০৭), পঙ্কজ চক্রবর্তীর 'হারাধন বাগের জন্মভূমি' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', ১০ জুন ২০০৭), জীবনময় দত্তের 'জমি' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), মুর্শিদ এ. এমের 'হননবিলাস' ('উবুদশ' মার্চ ২০০৯), অচিন্ত্য সেনের 'ভাগচাষি' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) ও অর্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর 'হাইওয়ে' ('ভূমধ্যসাগর', নভেম্বর ২০১৬) প্রভৃতি গয়ে তার পরিচয় বর্তমান। এসব গল্পে শিল্পায়নের প্রকট প্রভাব কীভাবে কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকাকে অস্তিত্ব-সংকটে নিবিড় করে তুলেছে, তারই চেতনাবাহী ভাষারূপ প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে উদ্দেশ্যমূলকতার ছাপটি সংগোপনে থাকেনি, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে অনেকক্ষেত্রে বহুমাত্রিক শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ব্যাহত হলেও তার জনকণ্ঠের আর্তি বেশ স্পষ্ট। অন্যদিকে শিল্পায়নের পথ রুদ্ধ করে উন্নয়নের প্রয়াস ব্যাহত হওয়ার বার্তাও কারও কারও গল্পে উঠে এসেছে। এরকমই একটি গল্প সমীর রক্ষিতের 'জন্মক্রন্দন' ('সৃষ্টির একুশ শতক', উৎসব সংখ্যা ১৪১৪)। তবে এরূপ নেতিবাচক গল্পের সংখ্যা কম হওয়াই দস্তুর। বিশেষ করে সাহিত্যের হিতবাদী চেতনায় জনগণের সদিচ্ছার আবেদনই প্রাধান্য লাভ করে। সরকারি শিল্পায়নের উদ্যোগে জোর করে জমিঅধিগ্রহণ করে সেই সদিচ্ছার সংযোগ বিচ্ছিন্নতাবোধে উবে যাওয়ায় নেতিবাচক চেতনার সক্রিয়তা স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। তবে তার প্রয়াস যে সক্রিয় ছিল, তা গল্পের মধ্যেই প্রতীয়মান। লেখকদের মধ্যে পক্ষে-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের অস্বস্তি কতটা তীব্রতা লাভ করেছিল অমর মিত্রের 'একা এবং কয়েক জন' ('শারদীয়া বারোমাস', ২০০৭) গল্পে তা স্পষ্ট। আসলে এসব গল্পে পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বমুখর পরিসরের মধ্যেও অমানবিকতার বিরুদ্ধে জনমানসের সহাবস্থানের বার্তাই নিবিড়তা লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের আস্ফালন বা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক আদর্শের বুলি দিয়ে জনসাধারণের মানবিক সত্তাকে অস্বীকার বা দমন করা যাবে না, তার সার্থক পরিচয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনসঞ্জাত গল্পগুলি নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। জনতার দরবারে উদ্ভাসিত জনকণ্ঠই গল্পগুলির প্রাণশক্তি। সেখানে জমি হারিয়ে অনিশ্চিত জীবনের অনভ্যস্ত হাতছানিতে শিল্পায়নবিমুখতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অথচ সেই সহজ সত্যের পাঠ পড়ার মতো মানসিকতা শাসক বা শাসক দলের অহংবোধে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গল্পগুলি যে চলমান ইতিহাসের জনকণ্ঠের আধার হয়ে উঠেছে, তা শুধু সময়কে ধারণ করাতেই নয়, বরং সময়ের অনুবাদে জনমানসকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যেই তার অনস্বীকার্যতা বর্তমান। জোর করে জমিঅধিগ্রহণের আবহে যেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের চেতাবনির আধারেও গল্পগুলি প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসে। এই ফিরে আসার মধ্যেই গল্পগুলির ইতিহাসের ধারক-বাহক প্রকৃতি সঞ্জীব ও সবুজ হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ক্যানভাসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ছবি এখনও শেষ হয়নি। এই না-হওয়াটাই তার ঐতিহ্য, তার অনন্যতা।

লেখক : প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা : সময়ের গল্প সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, সংকলন ও সম্পাদনা ড কার্তিক কুমার মণ্ডল, সংবেদন, মালদা।

চর্চাবাসর ৫৫

সংস্কৃত দীপশলাকা থেকে বাংলায় দিয়াশলাই, সংক্ষেপে দেশলাই। ফার্সি 'দীদার' থেকে বাংলা শব্দ দেদার। হারামজাদার 'হারাম' কথাটা আরবিতে অপবিত্র বা অবৈধ বিষয়/প্রাণী ('সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', পৃ ৩৪৩, পৃ ৭১৯)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কমিশনের তালিকায় ‘মৃত’ অথচ বাস্তবে জীবিত ভোটারদের সামনে রাখলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতের মাটিতে পা রাখতেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বারাসাতের কাছারি ময়দান জয়বাংলা স্লোগানে মুখে ারিত হল। কর্মীদের আবেগের কারণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে থামতে হয় তাঁকে। কর্মীদের এই আবেগে সম্মান জানিয়ে তাদের প্রিয় নেতাও এদিন বললেন, ‘আমি আনন্দিত, আপ্লুত। উত্তর ২৪ পরগনার মাটি আমার জন্য লাকি।’ সেই সঙ্গে নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন, ‘আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় ৩৩-০ করতে হবে। সব বুথে বুথে জোড়াফুল ফোঁটাতে হবে।’ এদিন, বিজেপি ও শান্তনু ঠাকুরের নাম না করে বলেন, ‘২-৪ জন আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বনগাঁর মাড়িতে। এবার সেটা সাফ করে দিতে হবে। কারণ এবারের নির্বাচন শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য নয়, বিশাল সিট নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরা নয়, এবারের নির্বাচন বিজেপিকে শাস্তি, শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন।’ পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় জেলার পরিসংখ্যান তুলে বলেন, ‘২২ লক্ষ মা বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন, ৮০ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসা করিয়েছেন, ৮১ লক্ষ খাদ্যসাথীতে রেশন পাচ্ছেন, ৩১ লক্ষ কণ্যাশ্রী পেয়েছেন, ৭ লক্ষ মানুষ কৃষকবন্ধু পেয়েছেন।’

সোমবার বারাসাতের কাছারি ময়দানে ‘রণ সংকল্প সভা’ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি নির্বচন কমিশনের তালিকায় ‘মৃত’ অথচ বাস্তবে জীবিত ভোটারদের সঙ্গে মাঠে আসা মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের অক্ষমতাকে তুলে ধরেন। এদিন সভার শেষে সেই সকল মানুষ অশোকনগরের অনিতা চক্রবর্তী, বাদুড়িয়ার আবদুল লতিফ মণ্ডল, দমদম উত্তরের শীলা ঘোষ, বিচপুরের কমলা ঘোষ ও হালিশহরের সোমেশ্বর কর্মকারের সঙ্গে হাঁটেন অভিষেক।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পার্থ ভৌমিক, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য্য, জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, বিশ্বজিৎ দাস, আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি তাপস দাসগুপ্ত, এটিএম আবদুল্লা, নারায়ণ ঘোষ, সোমনাথ শ্যাম, বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, সুবোধ অধিকারী, রফিকুর রহমান-সহ অন্যান্যরা।

তালিকায় দেওয়ার পরও অঞ্চল সভাপতির নাম কেটে ‘বদল’

শাসক-গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তপ্ত আউশগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দলের অঞ্চল সভাপতিকে বদল করায় ক্ষোভ তৃণমূলের অন্দরে। তার জেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে রাস্তায় নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক পক্ষ। আউশগ্রামের আলেফনগর বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের জেরে গুসকরা থেকে কাঁকসার ১১ মাইলের আসার রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলায় দলের অঞ্চল সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তখন দেখা যায়, আউশগ্রাম ১ ব্লকের আউশগ্রাম অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতির পদ দেওয়া হয় আবুজার শেখকে। শনিবার রাতে ফের একটি সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তাতে দেখা যায় আবুজার শেখকে সরিয়ে ওই পদে আনা হয়েছে মহব্বত শেখকে। আবুজার শেখের অভিযোগ, অঞ্চল সভাপতির পদ দিয়েও তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরেই প্রাক্তন অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ইনদাজুল শেখ ও তাঁর অনুগামীরা ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এরপরেই শনিবার রাত থেকেই আবুজার সহ বেশকিছু তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া। তাঁরা জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন বলে দাবি। এদিন আবুজার শেখের নেতৃত্বে বেশকিছু তৃণমূল কর্মী পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, নিরাপত্তা দিতে হবে এবং মহব্বত শেখ কে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে হবে। যতক্ষন না তা হচ্ছে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে।

যদিও দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের অস্বাসে অবরোধ উঠে যায়। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার জানিয়েছেন, ‘দলের উচ্চ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা দলের ব্যাপার। এই নিয়ে অযথা বিক্ষোভ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন রয়েছে।’

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: আবারও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। এবার ছেলে ও মেয়েকে এসআইআরের হিয়ারিংয়ে ডাক ও পরবর্তীতে কি হবে সেই আতঙ্কে বাবার মৃত্যু। মৃত বছর ৬২ এর ছোয়েদ শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের মামুদপুরের ১০৩ নাম্বার বুথের ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ আব্দুর রহমান ও আনজুরা বিবি, এরা দু’জনেই মৃত ছোয়েদ শেখের দুই সন্তান। তাঁদের নামে এসআইআর-এর নোটিশ আসে, এই দু’জনেরই ডাক পড়ে। ছেলে আব্দুর রহমান কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকে। হেয়ারিং-এ সে আসতে পারবে না আর সেই কারণেই তার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। তারপর থেকেই বাবা ছোয়েদ শেখ রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যান। বিষয়টি নিয়ে এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে যান। এরপর তাঁকে হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল-সহ তৃণমূল নেতা কর্মীরা পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ফর্ম-৭ জমাকে ঘিরে উত্তেজনা

বালুরঘাটে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে স্থগিত প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসকের (এসডিও) কার্যালয় চত্বর। সোমবার ‘ফর্ম-৭’ (ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন) জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রশাসন সাময়িকভাবে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করতে বাধ্য হয়। শান্তি বজায় রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন বিজেপির রাজ্য ওবিসি মোর্চার সভাপতি শুভেন্দু সরকার, জেলা সহ-সভাপতি পূর্ণিমা মহন্ত এবং শহর মণ্ডল সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত একগুচ্ছ ‘ফর্ম-৭’ নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকায় বহু ‘অস্তিত্বহীন’ ও ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’র নাম রয়েছে, যা বাদ দেওয়ার জন্যই তাঁরা এই আবেদন জমা দিতে এসেছেন। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ এসডিও-র কক্ষ দখল করে রেখেছিলেন যাতে বিরোধীরা তাঁদের ফর্ম জমা দিতে না পারেন। অন্যদিকে, এই অভিযোগ অস্বীকার করে বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি সুভাষ চাকি এবং পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা বলেন, ‘নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী এক ব্যক্তি একাধিক ফর্ম জমা দিতে পারেন না।’ এদিকে উভয় পক্ষের বাদানুবাদের জেরে মহকুমা শাসক চত্বরে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামানো হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ বন্ধ করে দেয়। এ বিষয়ে বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, ‘বিজেপির বিএলএ-রা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করে দশটির বেশি ফর্ম-৭ জমা দিতে এসেছিল। আমরা কমিশনের অর্ডার কপি দেখিয়ে মহকুমা শাসককে নিয়ম মেনে কাজ করবার দাবি জানিয়েছি।’ এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য ওবিসি মোর্চার সভাপতি শুভেন্দু সরকার জানান, ‘তাঁরা ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’র নাম বাদ দেবার জন্যই ফর্ম জমা দিতে এসেছিলেন। মহকুমা শাসক ফর্ম জমা নিতে চাইলেও তৃণমূল জোরপূর্বক বাধা দিচ্ছে।’

মন্ত্রীকে ডাক এসআইআর-এর শুনানিতে, হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূলের বিক্ষোভে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর-এর শুনানিকে ঘিরে আবারও অশান্তি ছড়ালো মালদায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডেকে পাঠানোয় প্রতিবাদে সামিল হন তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকেরা। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক অফিস চত্বরেই ধরনা পরিস্থিতির উত্তেজনা সামাল দিতে গিয়েই পুলিশের সঙ্গে দলের একাংশ কর্মী সমর্থকদের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় বলে অভিযোগ। যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন তাঁর-সহ একাধিক মানুষকে বারবার এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে ডেকে হয়রানি করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। এজন্য বিজেপি সরকারের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে এক প্রৌঢ় কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতীর চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। এনিয়েও এসআইআরের শুনানিতে হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন ওই প্রৌঢ়ের পরিবার। অন্যদিকে, চাঁচোল থেকে বামনগোলা, পুরাতন মালদা থেকে ইংরেজবাজার এদিন বিভিন্ন ব্লকেই তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা এসআইআর-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শুনানি কেন্দ্রে ডেকে হেনস্থা করার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখায়।

রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বলেন, ‘১৯৭৮ সালে আমি প্রথম হরিশ্চন্দ্রপুরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলাম। সে সময় অন্যদল করতাম। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে থেকে এখনও পর্যন্ত তিনবার বিধায়ক হয়েছি। প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দেখানো গাইডলাইন মেনে সমস্ত নথি দিয়েছি। তারপরেও এখন বলা হচ্ছে আমার নাম ও অন্যান্য নথিতে ভুল রয়েছে। রবিবার আমার মোবাইলে নির্বাচন কমিশন থেকে মেসেজ পাঠিয়ে বলা হয়েছে আমার নাম ছিল তজমুল। সেটা নাকি তাজমুল হয়েছে। বাবার নাম দিদার বক্স থাকলেও সেখানেই নামের ভুল রয়েছে। এতদিন কেন নির্বাচন কমিশন থেকে এটা দেখা হল না। যেহেতু আমি একজন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও রাজ্যের মন্ত্রী তাই ইচ্ছে করেই বিজেপির উস্কানিতে নোটিশ পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। তাই এদিন বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনিক ভবনেই ধরনায় বসেই প্রতিবাদ জানিয়েছি।’

এদিকে এদিন মন্ত্রীর ধরনার মাধ্যমে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূলের কর্মীদের আচমকায় ধস্তাধস্তিতে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সমস্ত সরকারি প্রক্রিয়া মেনেই কাজ হচ্ছে কিন্তু ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়তে থাকায় তৃণমূলের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তাই ওরা এই ভাবেই কাজে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।’

এসআইআরে হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এসআইআর (স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগ তুলে হুগলির খানাকুল এক নম্বর ব্লক অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার সকাল থেকেই ব্লক প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হন দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে অযথা নোটিস পাঠানো হচ্ছে, বারবার ডেকে এনে হয়রানি করা হচ্ছে, যার ফলে আতঙ্কিত হচ্ছেন গ্রামাঞ্চলের মানুষ। বিক্ষোভ স্থলে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর শেখ হায়দার আলি এবং তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য অভিজিৎ বাগ, খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি, সহ সভাপতি মিণ্টু পাল-সহ অন্যান্যরা। শেখ হায়দার আলি বলেন, ‘এসআইআর প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। যাঁদের ভোটার তালিকায় কোনও সমস্যা নেই, তাঁদেরও নোটিস পাঠানো হচ্ছে। আমরা এই হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।’ অন্যদিকে অভিজিৎ বাগ বলেন, ‘ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশ করে শাসকদলের সমর্থকদের টার্গেট করছে। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে আছে এবং এই ধরনের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব।’ ক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণের জন্য ব্লক অফিসের কাজকর্ম ব্যহত হয়। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এসআইআর নিয়ে হয়রানি বন্ধ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে দল।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/85/2020, 15.01.2026
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী কল্যাণ সরকার এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) শ্রী কল্যাণ সরকার এবং অন্যান্য, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স রাখী অটোমোবাইলস সেলস অ্যান্ড সার্ভিসেস, বি-৪/৪০১, কল্যাণী, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫
(সিডি ২) প্রহ্লাদ সিকদার, পিতা প্রয়াত আদিত্য সিকদার, গ্রাম- রাঘবপুর, পো - পানপাড়া, থানা রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪১২৩৫
(সিডি ৩) শ্রীমতি যশোদা সরকার, স্বামী প্রয়াত কালিদাস সরকার, বি-৪/৪০১, কল্যাণী, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫
(সিডি ৪) শ্রীমতি কাকলি মন্ডল সরকার, পিতা প্রয়াত কালিদাস সরকার, বি-৪/৪০১, কল্যাণী, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫
(সিডি ৫) বিশ্বজিৎ সরকার, পিতা প্রয়াত কালিদাস সরকার , বি-৪/৪০১, কল্যাণী, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/259/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৪৯,২২,৮৮৫.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ বাইশ হাজার আটশ পঁচাশি টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ৩০.০৯.২০১৬ থেকে সমুদয় শুল্ক **৫৭,০০৫ (সাতান্ন হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৩.০২.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১৫.০১.২০২৬**
স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ২
কলকাতা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট -৪এ [রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১১.০২.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১১.০২.২০২৬** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৫৯,৬৯,৪৮,৫৩৭.৬৮ টাকা (উনষাট কোটি উনসত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) ৩১.০৫.২০১৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি ০১.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে জামিনঅধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **এসএভি স্টিলস প্রা লিমিটেড এর কাছ থেকে ঠিকানা :** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪, জামিনদাতা(গণ) : **১) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল,** পিতা শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল, **২) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল,** পিতা আনন্দ কুমার আগরওয়াল, **উভয়ের ঠিকানা : ক)** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪, **খ)** ২০ভি, মোতিলাল বসাক লেন, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **এবং গ)** ই/১-৬/১, ব্লক -বি, ২য়তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউ এর নিকট, জ্যাঙ্গরা বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯, **৩) ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি., ৪) হোপলাইন হোমিও রিসার্চ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ প্রা লি., উভয়ের ঠিকানা :** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪ এর কাছ থেকে ।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০২.২০২৬ এবং ০৮.০২.২০২৬, সময় সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ বিঘা ১৩ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি কুচা টালি পরিমাপ আনুমানিক ৮০ বর্গফুট , সিএস দাগ নং ৩০৯,হাল দাগ নং ৩২৭, মৌজা : মাদুরদহ, জেএল নং ১২, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৮ অধিক্ষেত্রে,থানা : তিলজলা, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫২৯০/২০০৭। (ল্যান্ডমার্ক আর্বানা প্রজেক্টের নিকট)।** সম্পত্তি কর্পোরেট জামিনদাতা : **ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি. এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; পূর্বে অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭। দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; পশ্চিমে : ক্যানাল।	৩০,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০,০০০.০০ টাকা	

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices*(*)** প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। নির্দিষ্ট নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://baanknet.com/eauction-psb/x-login**। সহায়তার জন্য **support.BAANKNET@psballiance.com**।
তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর,
ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ -এ অনুরূপ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক	৩১ মার্চ ২০২৫ -এ সমাপ্ত পূর্ব বর্ষ
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	০.০০	০.০০	০.০০
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-২,০১৩.৩৬	-১,৭৩৮.৬৯	-৬,৬৬০.৭২
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-২,০১৩.৩৬	-১,৭৩৮.৬৯	-৬,৬৬০.৭২
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-২,০১৩.১৪	-১,৭৩৮.৬৯	-৪,২৪৫.৭০
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-২,০১৩.১৪	-১,৭৩৮.৬৯	-৪,২৪২.৯২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-৫১,৬২৫.৫১
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)			
মৌলিক :	-১১.৬৯	-১০.০৯	-২৪.৬৩
মিশ্রিত :	-১১.৬৯	-১০.০৯	-২৪.৬৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই (www.bseindia.com) এবং এনএসই (www.nseindia.com) -তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.burnpurcement.com) -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank
সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার
পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ www.pnbindia.in
কো মুর্শিদাবাদ (৯০৭১০০) এর স্থানান্তরের নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নে সারণিতে উল্লিখিত আমাদের অফিসগুলি থেকে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্ভাব্য ১০.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে পরিচালিত হওয়ার জন্য সকল সহযোগীশাখাগলিকে জানানো হচ্ছে।

শাখা স্থানান্তরিত হবে	ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পন্ন হবে হইতে/ ব্যবসা স্থানান্তরিত হবে (স্থানান্তরিত শাখা)	স্থানান্তরিত শাখার ঠিকানা	স্থানান্তরিত শাখার যোগাযোগ নং	স্থানান্তরের আনুমানিক তারিখ
কো মুর্শিদাবাদ (৯০৭১০০)	কো মুর্শিদাবাদ (৯০৭১০০)	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং বিএসএনএল কনটোনমেন্ট রোড, বহরমপুর, পো এবং থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ (৪র্থতল) (টেক্সটাইল কলেজের নিকট)	৮১১৬৩০২০০৯/ ৮৯৬৭১০৭৭৫০	১০.০৩.২০২৬

এই বিষয়ে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত
তারিখ ২০.০১.২০২৬
স্থান মুর্শিদাবাদ
সার্কেল হেড

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
খড়দা শাখা
১৪৭/১০১/এ, কো-অপারেটিভ কলোনি, রহড়া, খড়দা
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৮
ইমেল : kharda@bankofbaroda.com
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - A
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ “পরিশিষ্ট - IV-A” [দ্রষ্টব্য রুল ৯(১)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)/জামিনদত্ত সম্পদসমূহ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলাম, তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত -

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / ডাক বাড়ানোর পরিমাণ	দখলের ধরন	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়
১	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সরকার ইঞ্জি ওয়ার্কস স্বত্বা : দেবজিৎ সরকার** প্রেমিসেস নং ৬৮, দক্ষিণ পানশিলা, খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০১, একতলায়, জি-৩ তলা ভবনে নাম সূর্য্য-১, পরিমাপ আনুমানিক ৯৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১২ কাঠা কমবেশি, অবস্থিত দাগ নং ১২৩, ১২২, খতিয়ান নং ৭০, ৪০, এলআর দাগ নং ৪৬২, ৪৬৬, খতিয়া নং ৭৩২, মৌজা -পানশিলা, জেএল নং ৬, আরএস নং ৪৪, হোল্ডিং নং ৫৫, আরএন এভিনিউ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অবস্থিত পশ্চিম পানশিলা, পো পানশিলা, থানা খড়দহ, এডিএসআর বারাকপুর অধিক্ষেত্রে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা । **সম্পত্তি শ্রী দেবজিৎ সরকার** এবং শ্রীমতি **শাশ্বতী** সরকার এর নামে। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক। **দক্ষিণে :** সুশীল দত্ত এর ভবন। **পূর্বে :** আরএন এভিনিউ। **পশ্চিমে :** স্বপন পালের ভবন।	**১০,২৫,৩৯৯.৫৫ টাকা** অধার্য সুদ এবং অবণ্টিত সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	**২৭.০২.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত**	**১৮.৮৪ লাখ টাকা / ১.৮৮ লাখ টাকা / ১০০০০ টাকা**	**প্রতীকী দখলীকৃত**	যেকোন কাজের দিন আগাম অনুমতি সাপেক্ষে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট অফিসার **শ্রী মানব বিশ্বাস** মোবাইল নং ৭৭৯৭৩৫৭০৩৪
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবজিৎ সরকার** পিতা নীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, প্রেমিসেস নং ৬৮, সাউথ পানশিলা, খড়দহ ওয়ার্ড নং ১৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি/১, চারতলায় দক্ষিণ পূর্ব কোনে, পরিমাপ এরিয়া ১২৫৭ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ভবনের নাম তিতলি অ্যাপার্টমেন্ট, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৮ কাঠা ২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি ভবন নির্মিত অবস্থিত মৌজা -কেরুলিয়া, জেএল নং ৫, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১৭২, সাবেক দাগ নং ১৫৮, ২১৯, ২২০, ২২১, আরএস দাগ নং ১৫৮/৫৪৯, এবং ২২১/৫৫১, এলআর দাগ নং ৬৭২, ৬৭৩, আরএস খতিয়ান নং ১১, ১০১ এবং ১৪০, এলআর খতিয়ান নং ১৪০৪, ১৪০৩ এবং ৪০৮, স্থানীয় খড়দহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, পুর হোল্ডিং নং ১৪০/২৫৩/১, কল্যাণনগর, পো কল্যাণনগর ভায়া পানশিলা, থানা খড়দহ, বর্তমানে রহড়া, এডিএসআরও সোদপুর অধিক্ষেত্রে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১২। **সম্পত্তি (ফ্ল্যাট) শ্রী দেবজিৎ সরকার এর নামে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে ফ্ল্যাট নং সি/২। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** খোলা জায়গা, লিফট, সিঁড়ি এবং করিডর। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **দক্ষিণে :** প্লট নং ১এ। **পূর্বে :** ২৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **পশ্চিমে :** ২৫ ফুট চওড়া সড়ক।	**৩০,১০,৪৮৬.৮৭ টাকা** অধার্য সুদ এবং অবণ্টিত সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	**২৭.০২.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত**	**৩৯.৩৩ লাখ টাকা / ৩.৯৩ লাখ টাকা / ১০০০০ টাকা**	**প্রতীকী দখলীকৃত**	যেকোন কাজের দিন আগাম অনুমতি সাপেক্ষে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট অফিসার **শ্রী মানব বিশ্বাস** মোবাইল নং ৭৭৯৭৩৫৭০৩৪

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com/eauction-psb/x-login**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা **অনুমোদিত অফিসার শ্রী মানব বিশ্বাসের সাথে টেলিফোন নম্বর** ৭৭৯৭৩৫৭০৩৪-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
তারিখ : ২০.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
(মানব বিশ্বাস)
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

৭ নম্বর ফর্ম জমাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র কালনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন বা ‘ফর্ম সেভেন’ জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। শুরু হয়ে যায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের হাতাহাতি। একে ওপরকে লক্ষ্য করে পাল্টা দিতে থাকে। দুই পক্ষকে সরাতে গেলে পুলিশের সাথে শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। যার জেরে এলাকায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। সোমবার দুপুরে বিজেপি কর্মীরা একটি মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ফর্ম সেভেন জমা দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, বিজেপি

কর্মীরা দপ্তরের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই তৃণমূল কর্মীরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে তাদের পথ আটকায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন দু-পক্ষই একে অপরকে ঝাঁটা ও জুতো দেখাতে থাকে। একদিকে তৃণমূলের ‘জয় বাংলা’ এবং অন্যদিকে বিজেপির ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজনা এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে পুলিশকে ব্যারিকেড দিয়ে দুই পক্ষকে আলাদা করতে হয়। এই সময় পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে।

বিজেপির অভিযোগ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফর্ম সেভেন জমা দিতে বাধা দেয় তৃণমূল। বিজেপি নেতাদের দাবি, ‘পুলিশ দলদাসের মতো কাজ করছে। তাদের বারবার আটকানো হলেও তৃণমূল কর্মীদের কোনও বাধা দেওয়া হচ্ছে না।’ যদিও তৃণমূল দাবি করে, বিজেপি চক্রান্ত করে সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই ফর্ম সেভেন জমা দিচ্ছে। এরই প্রতিবাদে তারা পথে নেমেছেন। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি সন্দীপ বসু বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। তিনি বলেন, ‘তৃণমূল প্রতিবাদ করেছে কারণ বিজেপি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। পুলিশ না থাকলে তারা ডিজে বাজিয়ে দিতেন।’ উত্তেজনার পরিস্থিতি থাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চাপা উত্তেজনা বজায় থাকে সারা দিন ধরে।

এসআইআরের নামে অযথা হয়রানি!

গলসি ১ নম্বর বিডিও অফিস ঘেরাও তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এসআইআর-এর নামে অযথা সাধারণ মানুষ কে হয়রান করা হচ্ছে। ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তির জন্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সকাল থেকে এসআইআর-এর শুনানিতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের। এরই প্রতিবাদে সকাল থেকেই গলসি ১ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিস চত্বরের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বুদবুদ মানকর রোড। ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। এদিন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুণ্ডু। যদিও তিনি জানান, দলীয়ভাবে তাঁরা আন্দোলনে সামিল হননি। সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁরা এদিন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তাঁর

অভিযোগ, যারা দিন মজুরের কাজ করেন তাদেরকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে। যারা দিন আনা দিন খাওয়া, কেউ দিনে ১০০ টাকা মজুরি পায় তো কেউ দেড়শ টাকা সারাদিন কাজ করলে পায়। ভোর তিনটে থেকে তাদের লাইন দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে ডাকা হচ্ছে শুনানির জন্য। কেন নির্বাচন কমিশন বুথে বুথে এই শুনানির ব্যবস্থা করছে না। সেই দাবি তোলেন তিনি। পাশাপাশি এই হিয়ারিং-এর নামে চক্রান্ত করে নাম কেটে দেওয়ার কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির হয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। যদিও বিজেপি নেতা রমন শর্মা পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, ‘সরকারি সহায়তা কেন্দ্রের নামে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সহায়তা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা বসে টোকেন দিতে দেখা গিয়েছে। শাসকেরই আইনের শাসন চলছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে। তৃণমূলের এটাই সংস্কৃতি। তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্বরা ভালোভাবেই জানেন নির্বাচন কমিশনের দপ্তর কোথায়। সেখানে না গিয়ে তারা যেখানে সেখানে অভদ্রতামি করছে।’ এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের অশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

পশ্চিমবঙ্গকে ‘পশ্চিম বাংলাদেশ’ হতে দেওয়া যাবে না: মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সোমবার পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের পাচুন্দি মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প সভা’। বিজেপির ভোট সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের আয়োজনে হওয়া এই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

সভা শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেলে। তবে তার আগেই একটি ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। কাটোয়ার সিপাহী দিঘি মোড়ে পৌঁছনোর পর শ্রীখণ্ড থেকে কাটোয়াগামী ডিওয়াইএফআইয়ের একটি বিশাল মিছিলে আটকে যায় মিঠুন চক্রবর্তীর কনভয়। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি সভাস্থলে পৌঁছে মঞ্চে ওঠেন।

মঞ্চে দাঁড়িয়েই তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি অভিযোগ করেন, সম্প্রতি আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার সময় সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ

নথি সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ঘটনার পিছনে তিনটি বড় কারণ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সম্প্রতি আইপ্যাক দপ্তরে ইডি-র অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ‘বিজেপি ও সনাতনী হিন্দুদের বাংলা থেকে তাড়ানোর একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

কে কাকে কত টাকা দিয়েছে, কোন খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। সেই সমস্ত হিসেব-নিকেশ ওই নথিতে রয়েছে। অ-ভারতীয়দের এ দেশে প্রবেশ করিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে ‘পশ্চিম বাংলাদেশে’ পরিণত করার চক্রান্ত চলছে।’ মিঠুন চক্রবর্তী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না।’ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপির নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি আত্মরক্ষার বিষয়েও সবাইকে প্রস্তুত থাকার বার্তা দেন কেন্দ্রীয় এই নেতা। এদিনের সভায় এক আবেগঘন মুহূর্তেরও সাক্ষী থাকে মঞ্চ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মী বলরাম মাঝির বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন সভার মঞ্চে। মিঠুন চক্রবর্তীকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বলরাম মাঝির মা। সেই মুহূর্তে তিনি বলেন, ‘আমরা অর্থ নয়, বিচার চাই।’ এর উত্তরে মিঠুন চক্রবর্তী আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমরা ক্ষমতায় এলে অবশ্যই বিচার হবে।’ সভা মঞ্চ থেকে বারবার রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ‘সরকার পরিবর্তন করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে সকলকে একজোট হয়ে এই সরকারকে সরাতে হবে।’

এসআইআর শুনানি ঘিরে রণক্ষেত্র ভাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর শুনানির পদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকের আলিনগর গ্রামের বাসিন্দারা। বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে নোটিশ পাঠানো এবং শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে সোমবার সকালে বর্ধমান-ফুটিসাকো বাদশাহী রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে বেশি করে নোটিশ ধরাচ্ছে। রাত পর্যন্ত শুনানি চলায় সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত নাজেহাল হচ্ছেন। দূরবর্তী স্থানে না ডেকে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় এসে কমিশনকে শুনানি করতে হবে এই দাবি তদের। সোমবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। আলিনগর গ্রামের মানুষজন বাদশাহী রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এর ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ কর্মসূচি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি ও পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সাথে আলোচনার পর এবং দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস মেলায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এরপর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের দাবি, এই হয়রানি বন্ধ না হলে তারা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫, (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার** (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **২৩.০২.২০২৬ তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেমন অবস্থায় আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **১৩.০১.২০২৬ তারিখে ২৯,৭৭,৪০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশ টাকা) (বিবি ১৭,৫৯,৪০৩.০০ টাকা এবং এমএলই +এমওএক্স +এমওআই ১২,১৭,৯৯৭.০০ টাকা) আদায়ের জন্য **শ্রীমতি জবা দাস,** স্বামী প্রয়াত নিতাই পদ দাস, “সোনার ভুবন” কমপ্লেক্স, ব্লক বি, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং বি/২, পোস্ট অফিস - কল্যাণী, ওয়ার্ড নং ২০, পিন - ৭৪১২৩৫, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : **শ্রীমতি জবা দাস,** স্বামী প্রয়াত নিতাই পদ দাস, সোনার ভুবন, কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং বি/২, পো কল্যাণী, ওয়ার্ড নং ২০, পিন -৭৪১২৩৫, জেলা নদিয়া, পব। ২. জামিনদাতা : **শ্রীমতি রীনা ঘোষ,** স্বামী শ্রী ধীরাপদ দাস , ৩৫ কালিনাথ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পব, পিন -৭০০০৫৭, ৩. জামিনদাতা : **শ্রী দীপক চক্রবর্তী,** পিতা প্রয়াত অরবিন্দ চক্রবর্তী, লেকটাউন, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পব। পিন -৭৪৩১৪৫। খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২, ৩য়তল, সোনার ভুবন, ব্লক-বি, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৬৯৬ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া), অবস্থিত মৌজা - কাঁচড়াপাড়া, রথতলা, কল্যাণী পুরসভা, জেএল নং ৫৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৬, খতিয়ান নং এলআর ৯০৬ এবং ৯০৭, বিক্রয় দলিল নং ১৩০৩০১৪৬৯ -২০১৫ সালের তারিখ ০৫.০৫.২০১৫, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৩-২০১৫, পৃষ্ঠা ২৪২ থেকে ২৬২, এডিএসআর-কল্যাণী। **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে হীরামণি দেবীর জমি। দক্ষিণে : বাগের খাল। পূর্বে : শীলা দেবী এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : দাগ নং ২২৫ জমি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে: খোলা আকাশ। দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এ-২। পূর্বে : খোলা আকাশ। পশ্চিমে : সিঁড়ি এবং লবি।	**২৯,৭৭,৪০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশ টাকা) (বিবি ১৭,৫৯,৪০৩.০০ টাকা এবং এমএলই +এমওএক্স +এমওআই ১২,১৭,৯৯৭.০০ টাকা) **১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৩,১৭,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ সতের হাজার টাকা) খ) **২,৩১,৭০০.০০ টাকা** (দুই লাখ একত্রিশ হাজার সাতশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30151198981** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৩.০২.২০২৬ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.০১.২০২৬
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
তারাতলা, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শান্তনু জানা এবং সর্বাণী পাণিগ্রাহি, ঠিকানা ১.** গণেশকা-২, ফ্ল্যাট নং এ, ৩য়তল, ১৭৪/১৭৫ তালপুকুর রোড, পো : সরশুনা, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬১, ঘোষপাড়া বাজারের নিকট। **ঠিকানা ২.** ৭৭/১বি, বড়ে রায়পুর রোড, ৩য়তল, যাদবপুর, কলকাতা -৭০০০৩২। **ঠিকানা -৩.** প্রযত্নে অশ্বিনী কুমার জানা, গ্রাম এবং পো : রামনগর, জেলা মেদিনীপুর (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ -৭২১৪৪১। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা।** **ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩** **খ) সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৩৬৮৯৮১০১৮৮।**	**তপসিল সি** **(অংশ -১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৯৮৬৩ থেকে ৯৮৯০, দলিল নং ০২০২০ -২০১৪ সালের, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১ , কলকাতা অফিস অব দ্য এ আর এ -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ -২)** **প্রথম তপশিল উল্লেখ্য** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৪ কাঠা ১২ ছটাক ১৭ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত যাবতীয় সিএস এবং আরএস দাগ নং ২১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩০৩, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১, পরগনা বালিয়া, মৌজা - দক্ষিণ বেহালা, থানা বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন (দক্ষিণ সুন্দরবন ইউনিট) প্রেমিসেস নং ১৭৫, তালপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬১, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-২০-০১৭৫-৫,ওয়ার্ড নং ১২৬, এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তরে : কেএমসি চলার পথ। দক্ষিণে : বিক্রেতার নিজস্ব জমি। পূর্বে : তালপুকুর রোড। পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক। **দ্বিতীয় তপশিল উক্ত উল্লেখ্য:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট এ ৩য়তলে, ভবনের নাম গণেশকা-২, পরিমাপ ১০৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত প্রেমিসেস নং ১৭৫ তালপুকুর রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সংস্থা (দক্ষিণ সুন্দরবন ইউনিট) অধীন, ওয়ার্ড নং ১২৬, আরও বিস্তারিত প্রথম তপশিলে বর্ণিত এবং লিখিত মতে সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ৩১.১২.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৮.০৭.২০২৪	**ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩** **খ) সুরক্ষা লোন নং এ/সি নং ৩৩৬৮৯৮১০১৮৮** **৬,৭৪,৯৬৯ টাকা** (ছয় লাখ চুয়াত্তর হাজার নশো উনসত্তর টাকা) **০৯.০৯.২০২৪** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ২০.০১.২০২৬
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: দিল্লী ও কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা/গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে “আনডেলিভার্ড” হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। ‘এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন’।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H14534280 721060228, H14534220 721054842, DELHL2000 0124	1. অমিত কুমার 2. রজনীস সিং 3. রাজেন্দ্র সিং 4. চন্দ্রকান্তি সিং 5. চন্দ্রা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইহার মালিক অমিত কুমার মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 08/01/2026 এনপিএ তারিখ : 02/12/2025	06/01/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 3,35,68,651.41/- (টাকা তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ আটষট্টি হাজার ছ’শো একান্ন এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)	**অনুসূচি-I** রাজস্ব মুক্ত জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের আয়তন 15 কাঠা 14 ছটাক 31 বর্গফুট। যার সঙ্গে একত্রে আরটিএস কাঠামো, যেটা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে পরিসর নং 28/3, ওমদারাজা লেন হওয়া 24 পরগণা জেলাতে পূর্বতন বেলেঘাটা, বর্তমানে নারকেলডাঙ্গা থানা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহ-এর এক্তিয়ারের মধ্যেই মৌজা নারকেলডাঙ্গাতে 24 পরগণা কালেক্টোরেটের সরকারি খাস মহল ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, তৌজি নং 2833-এর অন্তর্ভুক্ত থাকা ডিভিশন III, সাব-ডিভিশন 20-তে হোল্ডিং নং 8-য়ে অবস্থিত। যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :- চতুর্সীমা — পূর্বদিকে: ওমদারাজা লেন; পশ্চিমদিকে: পূর্ব রেলওয়ের কয়লার ডিপো এবং রেলওয়ে সাইডিং; উত্তরদিকে: লক্ষ্মী জুট মিলের দিকে অগ্রসর রেলওয়ে সাইডিং লাইন; দক্ষিণদিকে: পরিসর নং 28/1 ও 28/2 ওমদারাজা লেন এবং ওমদারাজা লেন থেকে কথিত পরিসরসমূহের দিকে অগ্রসর প্যাসেজ

তারিখ: 20.01.2026
স্থান: দিল্লী ও কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **স্বত্ব দখলীকৃত “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **মেসার্স ইউ এস এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বা : প্রয়াত উমা শঙ্কর মুখার্জি) দাবি নোটিশ। **ঠিকানা :** ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩, **আরও ঠিকানা :** ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। ২. **শ্রীমতি অর্চনা মুখার্জি,** স্বামী প্রয়াত শ্রী উমা শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ (জামিনদাতা/প্রয়াত উমা শঙ্কর মুখার্জি - ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা- এর আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা :** ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। **আরও ঠিকানা :** ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩ । ৩. **শ্রী গৌর কিশোর মুখার্জি** প্রয়াত উমা শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ এর পুত্র (উমা শংকর মুখার্জির আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা :** ২২এ/১, রায় বাহাদুর রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩। **আরও ঠিকানা :** ২৫৯, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা -৭০০০৫৩ । **অ্যাকাউন্ট নং :** ২০০৮৯৬৬৯৪৬৮ এবং ৭১৩১৭০৫৫৯২। **শাখা :** নিউ আলিপুর।	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রাজস্বদত্ত জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা (-৩ কাঠা থেকে ১ কাঠা দাগ নং ৩৪৯ এবং ২ কাঠা দাগ নং ৭৬৭ থেকে) কমবেশি পুরানো ভগ্নদশা টিন শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ২০০ বর্গফুট, অংশ দাগ নং ৩৪৯ এবং ৭৬৭, খতিয়ান নং ২৩২, মৌজা পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ৯৩, পরগনা- মাগুরা, থানা : বেহালা, এডিএসআর অফিস বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৭, প্রেমিসেস নং ২৫৯ এবং হোল্ডিং নং ৪১/১, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, এবং সকল সুবিধা স্বত্ব এবং স্বার্থ পরিষেবা ভোগ দখলের, সকলের চলার পথ, সকলের ব্যবহার বাথ এবং প্রিভি, নিকাশি, বৈদ্যুতিক মিটার রুম, ট্যাপ ওয়াটার সিকিউরিটি গার্ড ইত্যাদি সংযুক্ত। সম্পত্তি শ্রীমতি অর্চনা মুখার্জি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশ দাগ নং ৩৪৯, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ এবং নিকাশি পূর্বে : অংশ দাগ নং ৩৪৯ পশ্চিমে : জমি এবং নির্মাণ শ্রী উমা শংকর মুখার্জি এবং শ্রীমতী গীতা সরকার। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, দাগ নং ৭৬৭, খতিয়ান নং ২৩২, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ৯৩, থানা : বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৭, কেএমসি, প্রেমিসেস নং ২৫৯, হোল্ডিং নং ৪১/১, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, দলিল নং ১-৪০৩৭-২০০৯, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী উমা শঙ্কর মুখার্জি এর নামে। **উত্তরে :** অংশ দাগ নং ৩৪৯; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং নিকাশি; **পূর্বে :** অর্চনা মুখার্জির জমি ; **পশ্চিমে :** শান্তি শর্মার জমি এবং নির্মাণ।	ক) **স্বত্ব দখলীকৃত** খ) **জানা নেই** গ) **১,১২,৫০,০০০.০০ টাকা** ঘ) **১১,২৫,০০০.০০ টাকা** ঙ) **২৫,০০০.০০ টাকা** চ) **IDIB020089669468** ছ) **১,১৫,৯৩,১০০.০০ টাকা (এক কোটি পনের লাখ তিরানব্বই হাজার একশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ। দাবি নোটিশ তারিখ ০৩.০৭.২০২৫ সত্ত্বেও উভয়েই আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছে

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৩.০২.২০২৬ থেকে ১০.০২.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০২.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.BAANKNET@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮৯৪৪৯৪৬৩৩২

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৬.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আমিরশাহির প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: দিল্লিতে ঝটিকা সফরে আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। রাজধানীর ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউএই প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ আলিঙ্গনে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, মোদীর সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতেই মাত্র দু'ঘণ্টার সফরে ভারতে এসেছেন আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট। ইরানে খামেনেই বিরোধী বিক্ষোভ, মার্কিন হুঁশিয়ারি, তার মধ্যে ইউএই প্রেসিডেন্টের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন মোদী। একাধিক ছবি-সহ লিখেছেন, 'আমার ভাইকে স্বাগতকে জানাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট মহামান্য শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। এই সফর ভারত এবং আরব আমিরশাহির মধ্যে শক্তিশালী বন্ধুত্বের উদাহরণ। আলোচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' মনে করা হচ্ছে, ইউএই প্রেসিডেন্টের তৃতীয় সফরে ইরানের খামেনেই বিরোধী বিক্ষোভ, মার্কিন রাষ্ট্রপ্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, তৎসহ মধ্যপ্রাচ্যে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও কথা হবে।

বেশ কিছু ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা গিয়েছে বিমানবন্দরে আমিরশাহির প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মোদী। বিমানবন্দরেই রেড কার্পটে 'গার্ড অফ অনার' সম্মানিত করা হয় প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে। একটি গাড়িয়ে হাসি মুখে উভয় রাষ্ট্রনেতার সফর করার ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। ইউএই প্রেসিডেন্টের সফর সংক্ষিপ্ত হলেও কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, জ্বালানি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্পেনে হাইস্পিড দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত কমপক্ষে ৩৯

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি: রাতের স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত ৩৯ জনের। একই ট্র্যাকে মুখোমুখি দুটি হাইস্পিড ট্রেনের ধাক্কায় ট্র্যাকটিই দুমড়েমুচেড়ে গিয়েছে! গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অন্তত ৭০ জন। পরিস্থিতি এমনই যে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কাছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ বলছেন, 'অভিশপ্ত আর যন্ত্রণাদায়ক একটা রাত।' পরিবহণ মন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তের কথায়, 'দুর্ঘটনার ধরন অত্যন্ত অদ্ভুত!'

রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়ায়। মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী একটি হাইস্পিড ট্রেন ট্র্যাক বদল করতে গিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্র্যাক বদলে অন্য একটি ট্রেনের মুখোমুখি চলে আসে মাদ্রিদগামী যাত্রীবাহী ট্রেনটি। দুটি ট্রেনই অত্যধিক দ্রুতগতিতে থাকায় তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেয়ে সজোরে সংঘর্ষ ঘটে। যার জেরে দ্বিতীয় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সংঘর্ষের অভিঘাতে সদ্য সংস্কার হওয়া রেলট্র্যাকেরও ক্ষতি হয়। স্পেনের আদিফ রেল নেটওয়ার্কের তরফে দুর্ঘটনাস্থলের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন হয়ে ওঠে উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকারী বিভাগের প্রধান ফ্রান্সিসকো কারমোনার কথায়, 'সমস্যা হল যে ট্রেনের পণ্যবাহী কামরাগুলো দুমড়ে গিয়েছে, পাতগুলোও তাই। তার মধ্যে আটকে রয়েছে মানুষ। জীবিতদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের মৃতদেহ পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। খুব কঠিন কাজ। অনেক কৌশল করতে হচ্ছে।' দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়ার পর এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ। তিনি জানাচ্ছেন, সংঘর্ষের অভিঘাতে কোনও কোনও কামরার অংশ ছিটকে গিয়ে পড়েছে অন্তত চার মিটার দূরে।

কিস্তওয়ারে জইশ জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জওয়ান

শ্রীনগর, ১৯ জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। রবিবার রাতে জঙ্গিদের ছোড়া গ্রেনেডের সপ্লিন্টারে জখম হন গজেন্দ্র সিং নামে ওই জওয়ান। রাতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সোমবার সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

জঙ্গলের মধ্যে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-এ-মহম্মদের দুই-তিন জন জঙ্গি এখনও লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওই জঙ্গিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান। পাহাড়ের যে এলাকায় জঙ্গিরা আত্মগোপন করে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই অঞ্চলটি গভীর জঙ্গলে ঢাকা। ওই এলাকায় পাহাড়ের ঢালও যথেষ্ট খাড়া। রাতের অন্ধকারে দৃশ্যমানতাও কমে আসে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে রবিবার বেশি রাতের দিকে অভিযান স্থগিত রাখা হয়। পরে সোমবার সকাল থেকে ফের জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনা। তবে দ্বিতীয় দিনে নতুন করে গুলির লড়াইয়ের কোনও খবর মেলেনি।

রবিবার দুপুর থেকে কিস্তওয়ারের পাহাড়ি জঙ্গলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে ভারতীয় সেনা। কিস্তওয়ারের সিংপোরা এলাকায় সোনার গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়েছে বলে রবিবার খবর পায় সেনা। ওই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে নামে সেনার হোয়াইট নাইট্স কর্পস। শুরু হয় 'অপারেশন ত্রাশি-ওয়ান'। রবিবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে ভারতীয় সেনার। ওই অভিযানে জখম হন আট জওয়ান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্যারাট্রুপার গজেন্দ্রও।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জঙ্গলের ভিতরে জঙ্গিদের খোঁজ শুরু করেছে সেনা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। আরও বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। সেনা জওয়ানদের সঙ্গে অভিযানে নেমেছে আধাসেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশও।

তীব্র ভূমিকম্প লাদাখে, কম্পন অনুভূত কাশ্মীরেও

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.৭। কম্পন অনুভূত হয়েছে কাশ্মীরেও। আতঙ্কে পর্যটকরা।

এদিকে সোমবার সকালে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে দিল্লিতেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৮। কম্পন অনুভূত হয়েছে রাজধানী সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও। জাতীয় ভূকম্পনকেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, সকাল ৮টা ৪৪ মিনিট ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দিল্লি। জাতীয় ভূকম্পনকেন্দ্র বা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-র তথ্য অনুযায়ী, সোমবার বেলা ১১টা ৫১ মিনিট নাগাদ জোরাল ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে লাদাখ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

ময়দান

মেসি-কাণ্ডে অবশেষে জামিন প্রধান আয়োজকের, তবে যেতে পারবেন না রাজ্যের বাইরে !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেসি-কাণ্ডে অবশেষে স্বস্তি পেলেন অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত। সোমবার বিধাননগর আদালত ৫ হাজার টাকার দু'টি সিকিউরিটি বন্ডের শর্তে তাঁকে জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। এর আগে দু'দফায় শতদ্রুর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছিল।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ ডিসেম্বর। ওই দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসিকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগেই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। দর্শক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, প্রবেশব্যবস্থার অব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জেরে পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়।

ভারতের সঙ্গে বিতর্কে পাকিস্তানকে পাশে পেল বাংলাদেশ, বন্ধ অনুশীলন !

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে এবার বাংলাদেশ পাশে পাচ্ছে পাকিস্তানকে। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশের আপত্তি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগকে সমর্থন জানিয়ে আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম 'জিয়ো নিউজ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ইস্যুতে আপাতত বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে পাকিস্তান দল। পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই দলকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়, সে ক্ষেত্রে কীভাবে পরিস্থিতি সামলানো হবে, সেই বিষয়েও খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে আইসিসির উপর চাপ তৈরির কৌশল হিসেবেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার;ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে গেলে ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, সমর্থক এবং সংবাদমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিয়ে তাদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে।

এই নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আশঙ্কাকে একেবারেই উড়িয়ে দেয়নি পাকিস্তান। পিসিবি কর্তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের এই চিন্তা অমূলক নয়। যদি এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান না হয়, তা হলে পাকিস্তানও ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে কি না, সে বিষয়ে নতুন করে ভাবতে পারে। এই প্রসঙ্গেই রবিবার জানা গিয়েছিল, ক্রিকেটীয় এবং প্রশাসনিক স্তরে পাকিস্তানের সাহায্য চেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসির মঞ্চে বাংলাদেশের দাবি আদায়ে পাকিস্তান যাতে জোরালো ভূমিকা নেয়, সেটাই বিসিবির মূল উদ্দেশ্য।

একটি সূত্র 'এনডিটিভি'-কে জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সরাসরি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক ভাবে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। সূত্রের দাবি অনুযায়ী, পাকিস্তান এমনটাও জানিয়েছে যে, যদি বাংলাদেশের সমস্যার কোনও সমাধান না হয়, তা হলে তারা নিজেরাই বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের কথাও ভাবতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কৌশল স্পষ্ট;পাকিস্তানের সঙ্গে জোট বেঁধে আইসিসির উপর কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় চাপ তৈরি করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কূটনৈতিক জটিলতার কারণে পাকিস্তান নিজেদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলার পরিকল্পনা করছে।

জাতীয় ট্র্যাডিশনাল বেল্ট রেসলিং, মাস রেসলিং, নাগা রেসলিং প্রতিযোগিতায় বাংলার জয়জয়কার

গোয়া থেকে একঝাঁক সোনা জিতল বাংলার কন্যারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোয়ায় আয়োজিত '১৩তম অল ইন্ডিয়া ট্র্যাডিশনাল বেল্ট, মাস ও নাগা রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ অভাবনীয় সাফল্য পেল বাংলা। ৭ থেকে ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিযোগীরা পদকের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন ঈপ্সিতা চন্দ্র ও সঞ্চারী দত্ত; তাঁরা প্যানক্রেশন, বেল্ট, মাস ও নাগা রেসলিং;চারটি বিভাগেই সোনা জিতেছেন। অস্মিতা বিশ্বাস তিনটি সোনা ও একটি রুপো এবং কৌশিকী ভুঁইয়া দুটি সোনা ও একটি রুপো পেয়েছেন। পুরুষ বিভাগে শেখ সাইফুল দুটি ব্রোঞ্জ এবং জয়ন্ত মিশ্র মিক্সড মার্শাল আর্টসে রুপো জয় করেছেন। জাতীয় মঞ্চে বাংলার এই সাফল্য রাজ্যের ক্রীড়ামহলে খুশির হাওয়া বয়ে এনেছে।তাদের এই সাফল্যে খুশি কোচ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ দত্ত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩০১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

Tender is invited within 14 days from the date of advertisement from reputed and registered contractors having experience at least 5 years in the field of construction, for the complete construction including finishing work of our (G+4) storied MIG residential building (8 no. of flats) at Plot no. AA-IIB/1224, Prem. no. 14-0594, Action Area-2, New Town from N.K.D.A. for Panchakot Co-operative Housing Society Ltd.
To the mail ID: panchakothousingsociety@gmail.com
Sd/-Dilip Kr. Roy, Chairman
Panchakot Co-operative Housing Society Ltd.
Kalibari, P.S. Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৫২_ ২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/ হাওড়া**-এর অধীনে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে হাওড়া ইয়ার্ড, ঝিল সাইডিং, টিকিয়াপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিকাশী কাজের উন্নতি এবং ফাউলিং মার্ক, স্যান্ড হাম্পের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৬৪,৭৩,৮৯৯.৪৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৮২,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ (আঠেরো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি ও টিডিসি জমা –** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়না মূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-549/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BONGAON MUNICIPALITY

1. Sinking of drinking water Tube-well size 100 mm.x 40 mm. Indian mark - II Pump. 240 mtr deep with PVC Pipe & Strainer in different booth under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan in ward no-11 within Bongaon Municipalty.
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/241/BM/2025-26/APAS/A, B (3rd Call)
Date: 19.01.2026
Tender ID: (A) 2026_MAD_5008658_1, (B) 2026_MAD_5008658_2
1. Bid Submission Start date **19.01.2026 at 6.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **27.01.2026 at 12.00 PM.** 3. End date- **30.01.2026 at 6.55 PM.** 4. Bid opening date- **02.02.2026 at 10.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIeT No 07/PGP/15th. FC/2025-26 (UN Tied) & NIET No 08/PGP/ 15th. FC/2025-26** (Tied), by the Prodhan, Paharpur Gram Panchayat. Last date of application **26.01.2026 up to 5.00P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders. gov.in** or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-1, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Paharpur Gram Panchayat.

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2697/RM, Date - 19.01.2026. Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-23e/2025-26/SL1 to SL34. Tender ID : 2025_MAD_991018_1 to 34. **Name of the work:** Different type of Electrical Work in different wards Ranaghat Municipality (34 nos) under APAS Scheme List (Phase-III, Lot-I) Last Date Submission of Bid: 29.01.2026. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

SFDCL invites e-tender from eligible bidder regarding Supply of Single Super Phosphate, Mohua Oil cake. Details of which are appended below:– **NIT Details: SFDC/MD/NIT/ Inland/2025-26 /53(e) to 56(e).**Bid submission start date**19.01.2026,** Bid submission end date. **28.01.2026**
For details visit wbtenders.gov.in.

OFFICE OF THE PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK MURSHIDABAD WEST BENGAL-742121
The undersigned is hereby published the e-Tender vide **No. 13/PGP/APAS/2025-26 (Tender ID: 2026_ZPHD_989922_1 to 3)** for civil works Bid submission start date (online) **17/01/2026 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **27/01/2026 upto 12-50 p.m.**
Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

E-TENDER

Sealed e-Tenders vide "**NIT No. 01/Nalhati/2025-2026, Dated:-05.01.2026** & **NIT No.: 02/ Nalhati/2025-2026, Dated:-05.01.2026.**" are hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced contractor for work: a) Tender Value for **NIT-01/Nalhati/2025-26: Rs. 9,56,061.00** b) Tender Value for **NIT-02/Nalhati/2025-26: Rs.9,95,094.00** c) Downloading of bidding documents from E-procurement Portal: **20.01.2026 at 10:00 Hrs.** d) Last date of application: **06.02.2026 up to 18:30 Hrs.** For more details visit: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Nalhati-I Project

E-TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, **Dighalkandi Gram Panchayat** (Under Karimpur–II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 07/CFC/ Tied** and Untied, Last date of submission **02.02.2026 up to 6P.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Madhugari Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Chechania, Nadia. NIET **No. 04/15th CFC/Madhugari /2025-26,** Last date of submission **19.01.2026 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

Office of the
DHABLAT GRAM PANCHAYAT
SAGAR, PANCHAYAT SAMITY
P.O.- CHEMAGURI, P.S.- SAGAR, DIST.- SOUTH 24 PARGANAS, PIN- 743373
On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 482/ DGP, OF 15th CFCG TIED** under Dhablat Gram panchayat Dated **19/01/2026**
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat
Chamaguri, Sagar, South 24 Pgs

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-69/25-26 Dated 16.01.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_990737_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_990752_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE (CORRIGENDUM)
Due to unavoidable circumstances, last date of bid-submission for procurement of Print Journals under our Memo No- 3188 and Books under No-31 89 is extended up to 03/02/2026.
Sd/- Principal

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/897/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026,
WBMAD/UM/898/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026
(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality) Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/899/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026,
WBMAD/UM/900/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026
WBMAD/UM/901/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026
WBMAD/UM/902/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026
WBMAD/UM/903/e-Tender/2025-26 Dated: 19.01.2026
(Upgradation, Repair and maintenance of Clariflocculator, required steel structure painting work at 10 MGD WTP, rising near garuhata bridge for water supply, reparing 800 & 500 mm Dia Pipe & filter bed shade at Jagadishpur WTP under Uluberia Municipality) Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of drain from Adibedi to Uttarpally, Ranajit Biswas to high drain, T Lohar to S Sas within Ward No.-24 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/405 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008750_1 • Est. Amt: Rs. 5,92,189.00
2) Name of the Work : Upgradation of road by cement concrete CD 115 to Mamra Bus Stand, Amardeep Club to Bhumble Biswas House, Devdutta Chatterjee to Nirmal Mishra within Ward No.-24
e-Tender No. : WBDMC/W/405 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID: 2026_MAD_5008750_2 • Est. Amt: Rs. 4,06,627.00
3) Name of the Work : Repairing of road by Cement Concrete from A3 -9 to A2 - 12, T2 -1/4 to T2 - 5/1 and Santoshi Mandir to Golden Club within Ward No.-23
e-Tender No. : WBDMC/W/402 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008771_1 • Est. Amt: Rs. 9,52,817.00
4) Name of the Work : Supply fitting and fixing of street light at A3-9 to A2-12, Diamond Club to Golden Club More under Ward No.-23 of Durgapur Municipal corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/402 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008771_2 • Est. Amt: Rs. 45,857.00
5) Name of the Work : Construction of Drain near Babur Bandh, Booth No.-177, Ward No.-26 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/364 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID: 2026_MAD_5008790_1 • Est. Amt: Rs. 2,07,872.00
Last Date : **28.01.2026 upto 2:00 p.m.**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

২৫ হাজার জমিয়ে কীভাবে পাবেন ২ কোটিরও বেশি?

অবসরকালীন ফান্ডের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমানো একেবারেই ভাল কোনও উপায় নয়। অনেকেই সেই কারণে ফিক্সড ডিপোজিট বা রেকারিং ডিপোজিটের মাধ্যমে টাকা জমান। কিন্তু সেই বিকল্পও সম্পদ তৈরির জন্য খুব ভাল কোনও উপায় নয়। তাহলে কী উপায়? আপনার অবসরের জন্য ভাল রিটার্ন আপনাকে দেবে কে?

যদি আপনি সর্বোচ্চ রিটার্ন পেতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনার ভরসা অবশ্যই শেয়ার বাজার। মানুষ শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এমন গল্প শুনে আপনি যদি শেয়ার বাজারকে এড়িয়ে যান, তাহলে হয়তও জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা আপনিই করছেন। কারণ? শেয়ার বাজারে সঠিক শেয়ারে বিনিয়োগ করলে কেউই সর্বস্বান্ত হয় না। আপনি কীভাবে বুঝবেন সঠিক শেয়ার? তার জন্য আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডে। প্রতিটা ফান্ড হাউসে একাধিক ফান্ড ম্যানেজার থাকেন, তাঁরা এই টাকা বিনিয়োগ করেন।

ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে বছরে গড়ে অন্তত ১১ থেকে ১২ শতাংশের কাছাকাছি রিটার্ন দেয়। আর সেই হিসাব করলে আপনি ২০ বছরে প্রায় ২ কোটি থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেলতে পারবেন।

আপনার আগামীর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি কিন্তু বাজারের ওঠানামা নয়। বরং মুদ্রাস্ফীতিই আপনার উপার্জন ও আপনার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। আজকের দিনে যা আপনার কাছে নিরাপত্তা বলে মনে হতে পারে, সেই পরিমাণ টাকা আগামীতে কমে গিয়ে আপনার ক্রয়ক্ষমতা, আপনার স্বাধীনতা কমিয়ে দেবে।

সঞ্চয় করা আপনার অভ্যেস। কিন্তু শুধু সঞ্চয় করলেই হয় না। সম্পদ তৈরি করতে গেলে বেশ কিছু নিয়মনীতি মেনেই চলতে হয় বিনিয়োগকারীকে। একই সঙ্গে প্রয়োজন হয় লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, সঠিক ঝুঁকি, সময় আর ধৈর্যের। আপনি কত সঞ্চয় করছেন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, আপনার টাকা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জন্য উপার্জন করছে কি না। কারণ, আপনার আগামীর জীবনযাত্রার হালহকিকত কিন্তু লেখা হচ্ছে সেখানেই।

ভাবা যায়! শুধু চায়ের খরচ বাঁচিয়ে ১০ লক্ষ টাকার ফান্ড তৈরি করা যেতে পারে

যারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে রিটার্ন পেতে চান, তাদের জন্য পোস্ট অফিসের রেকারিং ডিপোজিট (আরডি) স্কিম একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত, তাই ঝুঁকি ন্যূনতম এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য রিটার্ন সুরক্ষিত।

পোস্ট অফিসের আরডি-র সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এতে বিনিয়োগ করা খুব সহজ। আপনি মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। বিনিয়োগের পরিমাণের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। ফলে এই স্কিম সব আয়ের মানুষের জন্যই আকর্ষণীয়। বর্তমানে সরকার এই প্রকল্পে বার্ষিক ৬.৭ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে।

আপনি যদি ভবিষ্যতে ১০ লক্ষ টাকার বেশি সঞ্চয় করতে চান, তবে আপনাকে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন প্রায় ২০০ টাকা সঞ্চয় করে আপনি প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা জমা করতে

পারেন।

এই পরিমাণ টাকা যদি টানা ৫ বছর জমা করা হয়, তবে মোট বিনিয়োগ হবে ৩.৬০ লক্ষ টাকা, যা সুদ-সহ প্রায় ৪.২৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হবে। এরপর, যদি আপনি এই অ্যাকাউন্টটি আরও ৫ বছরের জন্য আরও বাড়িয়ে দেন, তবে ১০ বছর পর আপনি প্রায় ১০.২৫ লক্ষ টাকা পেতে পারেন।

এই পোস্ট অফিস আরডি স্কিমটি শুধু সঞ্চয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনের সময় এটা সহায়তাও করে। নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট খোলার এক বছর পর জমা করা অর্থের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে, ৩ বছর পর অ্যাকাউন্টটি মেয়াদপূর্তির আগেই বন্ধ করার অনুমতিও রয়েছে। যদি অ্যাকাউন্টধারীর কোনও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, তবে মনোনীত ব্যক্তি সুদ-সহ সম্পূর্ণ জমা করা অর্থ পেয়ে যান।

১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যেকোনও ভারতীয় নাগরিক তার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে গিয়ে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই পরিকল্পনাটি বিশেষ করে তাদের জন্য উপযুক্ত যারা শেয়ার বাজারের অস্থিরতা এড়িয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ করতে চান।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে টিকিট ক্যানসেল করলে রিফান্ড পাবেন না? রয়েছে এক শর্ত...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের। প্রথম দিন থেকেই দারুণ সাড়া মিলছে। বন্দে ভারত স্লিপারের বিশেষত্ব, ভাড়া, টিকিটের নিয়ম নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহের শেষ নেই। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে বন্দে ভারত স্লিপারে থাকবে না কোনও আরএসি (RAC) টিকিট।

এবার বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের টিকিট ক্যানসেলেশন নিয়মেও বদল আনল।

ভারতীয় রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, যদি ট্রেন ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা বা তার আগে টিকিট বাতিল করা হয়, তাহলে টিকিটের ২৫ শতাংশ দাম কেটে নেওয়া হবে। বাকি মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।

যদি ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টার কম সময়ে টিকিট বাতিল করা হয়, তাহলে কোনও রিফান্ড পাওয়া যাবে না।

রেলের তরফে এও জানানো হয়েছে যে যদি ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের আট ঘণ্টা আগে টিকিট ডিপোজিট রিসিট বা টিডিআর (TDR) অনলাইনে জমা না করা হয়, তাহলে কোনও রিফান্ড পাওয়া যাবে না।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে ন্যূনতম ৪০০ কিলোমিটার ভাড়া ধরা হবে। আরএসি-র কোনও নিয়ম নেই। এই ট্রেনে শুধুমাত্র কনফার্ম টিকিটই পাওয়া যাবে।

পাশাপাশি জানানো হয়েছে, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে কোনও ভিআইপি কোটা থাকবে না। তবে মহিলাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ থাকবে। বিশেষভাবে সক্ষম, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কোটা বা সংরক্ষণ থাকবে। ডিউটি পাসেও এই ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে।

বন্দে ভারত স্লিপারের পাশাপাশি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসেও কোনও আরএসি টিকিট থাকবে না। ন্যূনতম ২০০ কিলোমিটার দূরত্বের ভাড়া দিতে হবে এই ট্রেনে সফর করলে।

শিশুর নীরব কারিগর: গৃহশিক্ষক

পার্থজিৎ বণিক

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি ভূখণ্ড। এ তটে জন্ম নিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহাপুরুষ, যাদের হাত ধরে বাংলা সমাজ পেয়েছে মানবিকতা, যুক্তিবাদ ও শিক্ষার নতুন আলো। কিন্তু এই দীর্ঘ শিক্ষাভিত্তিক ঐতিহ্যের মাঝেও একটি বাস্তব সত্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, এই রাজ্যের অসংখ্য শিশু প্রতিদিন যে শিক্ষার ভরসা নিয়ে এগিয়ে চলে, বর্তমানে তার প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছেন গৃহ শিক্ষকরা। তাঁরা পরিচিত হলেও তাঁদের জীবন, সংগ্রাম, দায়িত্ব, পরিশ্রম ও সামাজিক অবস্থা আজও অনেকটাই অদেখা ও অবমূল্যায়িত।

অথচ প্রতিটি শহর, পাড়া, গ্রাম যেখানেই যাওয়া হোক, দেখা যায় গৃহ শিক্ষকতার উপরেই নির্ভর এই সমাজ। সব জায়গায় স্কুলের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে বহুগুণে। এর কারণ শুধুই পাঠ্য সিলেবাসের চাপ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক পরিবর্তন, পারিবারিক কাঠামোর বদল, সময়ের অভাব, এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা।

স্কুলে শিক্ষাদান যথেষ্ট মানসম্মত হলেও প্রতিটি শিশু একই গতিতে শেখে না। ক্লাসে ৪০-৫০ জন শিশুর ভিড়ে শিক্ষক অনেক সময় ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন না। এছাড়া অভিভাবকরা অধিকাংশই কর্মজীবী। অফিসের চাপ, যাতায়াত, দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে তারা সন্তানের পাশে বসে পড়ানোর সময় পাচ্ছেন না। ফলে গৃহ শিক্ষক হয়ে ওঠেন শিক্ষার দ্বিতীয় স্তম্ভ, কখনো কখনো শিশুর প্রধান সহায়ক।

একজন গৃহ শিক্ষক দিনের পর দিন শিশুর শেখার সমস্যা চিহ্নিত করেন, শিশুর মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করেন। শিশুরা যেটা স্কুলে বুঝতে পারেনি সেটা বুঝিয়ে বলেন। শিশুদের বেসিক শক্তিশালী করেন ও ভয় কমিয়ে পরীক্ষা প্রস্তুতি করান।

কখনো কখনো তাঁরা হয়ে ওঠেন শিশুর বন্ধু, কখনো উপদেষ্টা, আবার কখনো মনস্তাত্ত্বিক শক্তি। এই সম্পর্কটি যেমন স্পর্শকাতর, তেমনই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে।

অনেক গৃহ শিক্ষক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন বাড়িতে পড়াতে যান। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, রোদ বৃষ্টি ঠান্ডা, বাস অটো ট্রেন সবই সামলাতে হয়। শহরের যানজট, দূরত্ব, যোগাযোগের সংকট সবই তাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

একজন গৃহ শিক্ষক রাতে ফিরেও বিশ্রাম পান না। পরের দিনের ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। অনেক শিক্ষক জানান, শুধু পড়ানো নয়, প্রতিটি ছাত্রের মানসিক অবস্থা, শেখার গতি, শক্তি, দুর্বলতা সব বুঝে কাজ করতে হয়।দ

তবুও সমাজ তাদের কাজকে খুব হালকা ভাবে নেয়। অথচ তারা যে দায়িত্ব পালন করেন, তা স্কুল শিক্ষকের দায়িত্বের সমান।

বর্তমানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী, স্নাতক তরুণী ও গৃহিণী গৃহ শিক্ষকতার মাধ্যমে নিজের পড়াশোনা চালান, পরিবারকে সহায়তা করেন বা ব্যক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন করেন। কিন্তু তাদের সংগ্রাম ভিন্ন ধরনের। তবুও মেয়েদের এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা আমাদের সমাজের শিক্ষা চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এই পেশা তাদের আত্মমর্যাদা দেয়, আত্মবিশ্বাস দেয় এবং সমাজের অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শেখায়।

শহরে গৃহ শিক্ষকের চাহিদা বেশি, পারিশ্রমিক তুলনামূলক ভালো, অভিভাবক শিক্ষকের যোগাযোগ নিয়মিত, অনলাইন ক্লাস জনপ্রিয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি কেন্দ্রীক।

আর গ্রামে অনেক শিশু এখনো প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, গৃহ শিক্ষকতা পেশা হিসেবে কম স্বীকৃতি পায়, পারিশ্রমিক কম, শিক্ষকের মধ্যে অধিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা, এমনকি অনেক শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে বা খুব কম টাকায় পড়ান।

গ্রামের গৃহ শিক্ষকরা কখনো কখনো সম্পূর্ণ সেবা মনের ভিত্তিতে কাজ করেন। এদের অবদান আমাদের নজরের বাইরে থাকলেও সমাজে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোভিড ১৯ এর পর দেশ জুড়ে অনলাইন টিউশন অভূতপূর্ব ভাবে বেড়েছে। এখন শহর গ্রাম সমানভাবে অনলাইন পড়াশোনার সঙ্গে পরিচিত। বাংলার শিক্ষকরা বিদেশে থাকা বাঙালি শিশুদেরও পড়িয়ে চলেছেন।

এতে যেমন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমন কিছু চ্যালেঞ্জও এসেছে। যেমন নেটওয়ার্ক সমস্যা, শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা, ডিভাইসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণের অভাব।

তবুও এটি ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

শিশুর অগ্রগতিতে গৃহ শিক্ষক যতটাই দায়বদ্ধ, অভিভাবকের ভূমিকাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক অভিভাবক শুধু ফলাফল দেখতে চান, কিন্তু শেখার প্রক্রিয়ায় আগ্রহ কম দেখান। আবার অনেকেই শিশুর সামনে শিক্ষকের সমালোচনা করেন, যা শিশুর মনোযোগ ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে।

প্রতিটি অভিভাবকের উচিত শিক্ষকের সময়কে সম্মান করা, নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, শিশুর মানসিক অবস্থা জানানো, বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা রাখা, পড়াশোনাকে প্রতিযোগিতার বস্তু না বানানো।

শিক্ষা তখনই সুস্থ পথ ধরে এগোয় যখন, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিশু একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি যেমন শক্তিশালী, তেমনি শক্তিশালী হওয়ার কথা গৃহ শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও।

কিন্তু এখানে রয়েছে স্বীকৃতির অভাব, নিরাপত্তার অভাব, এবং পেশাগত মর্যাদার ঘাটতি। প্রয়োজন গৃহশিক্ষকতা পেশার পূর্ণ মর্যাদা। এ পেশাকে মর্যাদা দিলে অসংখ্য তরুণ তরুণী নিরাপদ উপার্জনের পথ পাবেন, বেকারত্ব কিছুটা কমবে, শিশুরা পাবে উন্নত শিক্ষা, সমাজে শিক্ষার প্রতি সম্মান বাড়বে, পেশাটি সংগঠিত হবে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিবন্ধন, ন্যায্য পারিশ্রমিক নীতিমালা এসব বিষয় বিবেচনায় আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গৃহ শিক্ষকরা প্রতিদিন যে শ্রম দেন তার মূল্য শুধু অর্থে মাপা যায় না।

শিশুর একটি উন্নতি, একটি সফলতা, একটি আত্মবিশ্বাস

সবই গৃহ শিক্ষকের ধৈর্য, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের ফল।

আজকের সমাজ শিক্ষায় এগোচ্ছে। প্রযুক্তি বাড়ছে, সুযোগ বাড়ছে। কিন্তু শিশুদের শিক্ষা মানবিক, দায়িত্ববান ও নৈতিক রাখতে হলে এই নীরব কারিগরদের গুরুত্ব আরও বাড়বে, কমবে না।

সমাজ যদি সত্যিই শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়, তবে গৃহ শিক্ষকদের সম্মান, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা এখনই জরুরি। কারণ শিশুরা সমাজের ভবিষ্যৎ, আর সেই ভবিষ্যৎকে তৈরি করেন যেসব হাত,

সেই হাতগুলো সত্যিই সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের যোগ্য।